Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

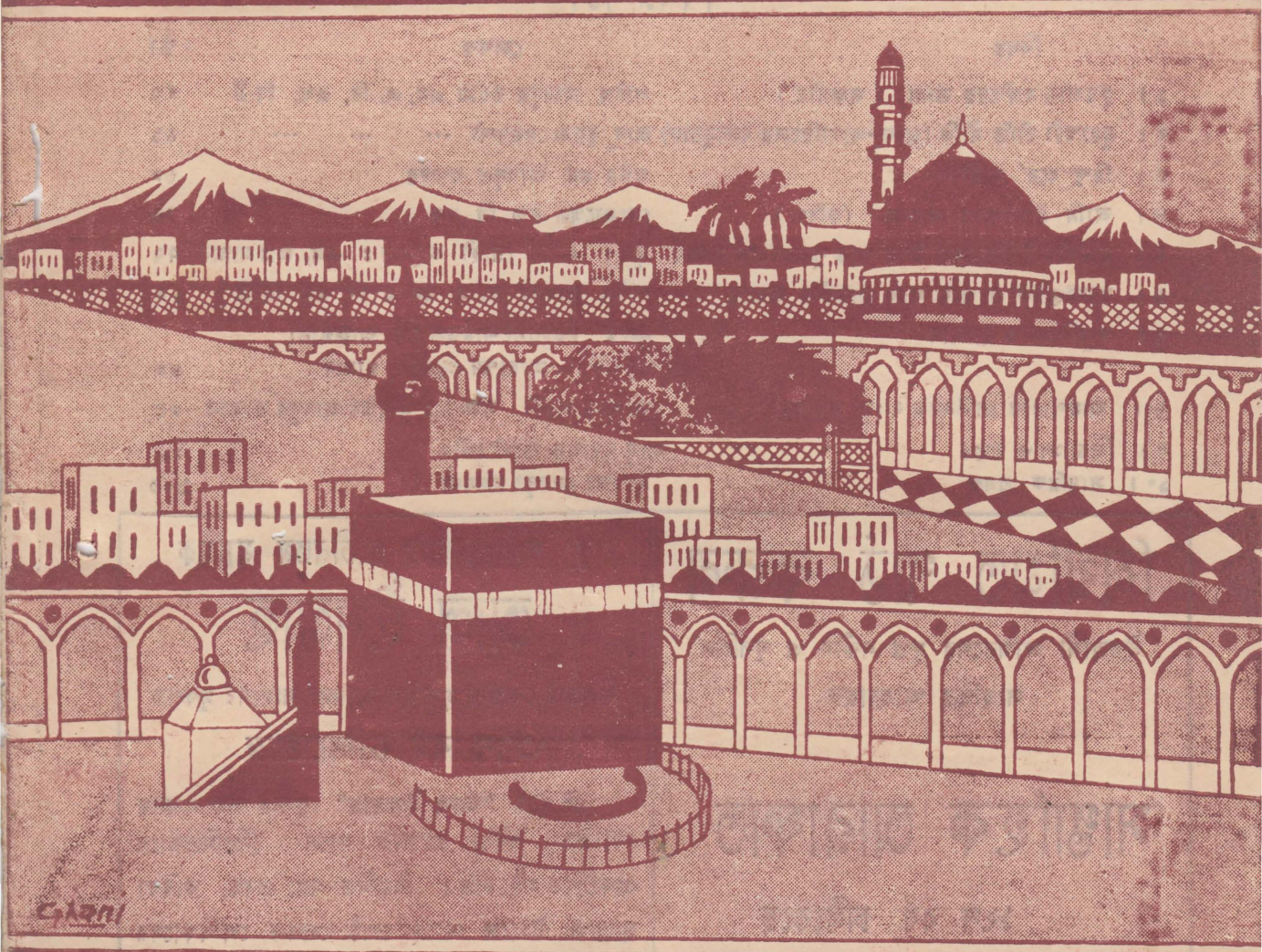

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা

কার্তিক—১৩৭৫ বাং | অক্টোবর—১৯৬৮ ইং

শাবান—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৫৩
২। মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী	৬১
৩। হিন্দু ধর্মে নারী	ডক্টর এম. আবদুল কাদের	৬৯
৪। আমি ইসলামের খাদেম (কবিতা)	মোজাম্মেল হক বি কম	৭৬
৫। মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব	মূল : এ, কে ব্রোহী অনুবাদ : এস, আঃ মান্নান	৭৭
৬। ভাসাওউফ ও তার পাক-ভারতীয় অধ্যায়	শাইখ আবদুর রহীম এম এ বি এল বি টি	৮২
৭। কম্যুনিজম ও ইসলাম	মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ	৮৯
৮। আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী সঙ্কলন : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৯৩
৯। জিজ্ঞাসা ও উত্তর	আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৯৮
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	১০৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০ ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূ পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিস্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩৭৫ বংগাব্দ ; শাবান, ১৩৮৮ হিঃ অক্টোবর, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	দ্বিতীয় সংখ্যা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الناس —সূরা আন্-নাস

এই সূরার প্রথম আয়াতে আন্-নাস শব্দটি থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

ইহার পূর্বের সূরাটিতে শরীরী পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের বাহ্যিক প্রকাশ্য অনিষ্ট হইতে আল্লার আশ্রয় কি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আর এই সূরাতে অশরীরী প্রচ্ছন্ন বস্তুসমূহের গোপন ও অদৃশ্য অনিষ্ট হইতে কি বলিয়া আল্লার আশ্রয় লইতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

১। [হে রাসূল,] বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করি মানুষের প্রতিপালকের, ১

٢ مَلِكِ النَّاسِ ۙ

২। মানুষের অধিপতির,

٣ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

৩। মানুষের মা'বূদের ২

১। এই সূরার পূর্ববর্তী দুই সূরার প্রথমে এবং এই সূরার প্রথম যে 'কুল' শব্দটি রহিয়াছে উহা ঐ সূরাগুলির অংশ এবং কুরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্কে সূরা আল্-কাফিরূন বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে একটি মাত্র প্রমাণ যোগ করিতেছি। তাহা এই, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে, অধিকাংশ হাফিয ও সাহাবীদের বর্তমানে বিশিষ্ট অহীর লিখকদের সমন্বয়ে যে সব প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া কুফা, বসরা দিমাশ্ক প্রমুখ মুসলিম রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয় তাহা তামাম সাহাবীর সমর্থন লাভ করে। সেই মূল প্রতিলিপিগুলিতে যখন ঐ সকল 'কুল' লিপিবদ্ধ হইয়া উহা তামাম মুসলিম জাহানে বিশুদ্ধ খাঁটি কুরআন বলিয়া গৃহীত হয় তখন বর্তমান যুগে কেহ যদি ঐ 'কুল' সম্বন্ধে আপত্তি তোলে তাহা হইলে তাহার ঐ আপত্তির কোনই মূল্য হয় না, বরং উহা পাগলের প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। **رب الناس মানুষের প্রতিপালক**— আল্লাহ তা'আলা কুল মখলুকাতের প্রতিপালক। তবে তাঁহাকে এখানে কেবলমাত্র মানুষের প্রতিপালক বলিয়া উল্লেখ করার কারণ কি? ইহার দুইটি জওয়াব দেওয়া হয়। (এক) মানুষ আশরাফুল্ মাখ্লুকাত বলিয়া তাহার উল্লেখ করা হয়। আর তাহারই অনুষঙ্গে বাকী সব সৃষ্টি আসিয়া পড়ে। (দুই) **মানুষের বুকের মধ্যে** যে সব বদ খেয়াল জাগে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য **মানুষের রবের আশ্রয়** লওয়াই সংগত হয়।

২। الٰه الناس, ملك الناس رب الناس মানুষের প্রতিপালক মানুষের অধিপতি ও মানুষের মা'বূদ এই তিন গুণ যোগে এখানে আল্লার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গুণগুলির বিন্যাস সম্পর্কে আলিমগণ একাধিক রহস্য বর্ণনা করিয়াছেন। (এক) মানুষের মধ্যে যখন জ্ঞানবুদ্ধির প্রথম বিকাশ হয় তখন সে তাহার পানাহার ও প্রতিপালনের কথাই চিন্তা করে। অপর কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, বুদ্ধির নিম্নতম স্তরে মানুষের দৃষ্টি তাহার লালন পালন কিভাবে হইতেছে তাহারই প্রতিনিবদ্ধ থাকে। জনসাধারণের চাহিদাই হইতেছে ভাত-কাপড়। মানুষের বুদ্ধির নিম্নতম স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে প্রথমে 'রব্বুন্-নাস' বলিতে শিখানো হইয়াছে। তারপর মানুষের বুদ্ধি কিছু উন্নত হইয়া মধ্যম স্তরে পৌঁছিলে তাহার মনে মালিকানার প্রশ্ন জাগে। তাই দ্বিতীয় স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে মালিকুন্-নাস বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর মানুষের বুদ্ধি আরও মার্জিত ও উচ্চ হইলে সে ভাবিতে শিখে, এ রব্ব ও মালিকের প্রতি তাহার কিরূপ আচরণ করা উচিত। তখন তাহাকে শিখানো হয় তাঁহাকে ইলাহুন্-নাস জ্ঞানে তাঁহার দাসত্ব করিতে। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এই গুণগুলি একটির পর একটি সাজানো হইয়াছে।

(দুই) গুণগুলির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই বিন্যাস করা হইতেছে। প্রতিপালন হইতেছে গুরুত্বের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪। চুপি চুপি কুমন্ত্রণাদাতা পলায়নপরের অনিষ্ট হইতে—৩

٤ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

দিক দিয়া নিম্নতম। আল্লাহ ছাড়া অপরের প্রতিও প্রতিপালন গুণ আরোপ করা হয়। পিতামাতা, মুনিব ইত্যাদিকেও রব্ব বলা চলে। উহার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ হইতেছে মালিকানা গুণ। কারণ অনেকে প্রতিপালন করে কিন্তু তাহার মালিকানা স্বত্ব থাকে না। যথা পিতা পুত্রকে প্রতিপালন করেন, কিন্তু পিতা তাহার পুত্রের মালিক নন। আর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ গুণ হইতেছে মা'বূদ হওয়া। অনেকে অনেক কিছুর মালিক হইতে পারে কিন্তু তাহাদের কেহই তাহাদের অধিকৃতের মা'বূদ নয়। এই গুণ যোগে সকল প্রতিপালক সকল মালিক বাদ পড়িয়া গেল। ফলে ইহা দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই নির্দিষ্ট হইয়া গেলেন।

الناس শব্দটির পুনরুক্তি—আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী আন্-নাস শব্দটি প্রথম আয়াতে একবার উল্লেখ করিবার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে উহার স্থলে সর্বনাম ব্যবহার করাই সংগত ছিল। কাজেই প্রশ্ন উঠে, এই শব্দটি আরও দুইবার উল্লেখ করার পশ্চাতে কি রহস্য রহিয়াছে? জওয়াবে বলা হয় যে, 'রাব্বুন্-নাস' এর বিশদ বিবরণ দিবার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতটি বলা হইয়াছে। আর বিশদ বিবরণের মধ্যে সর্বনাম ব্যবহার করিয়া উহা সংক্ষেপ করা 'বিশদ হওয়ার' পরীপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। তাই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিবার জন্য আন্-নাস শব্দটির পুনরুক্তি করা হয়।

এই সূরাতে আল্লার এই তিনটি গুণের উল্লেখ সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, কুর্আন মজীদ আরম্ভ করা হয় সূরা 'আল্-ফাতিহা' যোগে এবং উহা শেষ করা হয় সূরা 'আন্-নাস' যোগে। কাজেই সূরা 'আল-ফাতিহা'কে কুর্আন মজীদের ভূমিকা এবং সূরা 'আন্-নাস'কে উহার উপসংহারের স্থান দেওয়া মোটেই অসংগত হয় না। তারপর মূল গ্রন্থে যাহা আলোচনা করা হয় তাহারই আভাষ দেওয়া হয় ভূমিকাতে এবং উপসংহারে তাহাই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অর্থাৎ ভূমিকায় কতকগুলি প্রতিপাদ্য বিষয় ও দাবীর উল্লেখ করা হয়। তারপর মূল গ্রন্থে সেই বিষয়গুলি যুক্তি প্রমাণ যোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং উপসংহারে ঐ বিষয়গুলি প্রতিপাদিত ও প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সূরা 'আল-ফাতিহা' এর মধ্যে যে বিষয়গুলির অবতারণা করা হয়, তাহাই সমগ্র কুর্আন মজীদে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয় এবং যুক্তি প্রমাণ যোগে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই কারণে সূরা 'আল্-ফাতিহা' এর একটি নাম হইতেছে 'উম্মুল্ কুরআন' বা কুর্আনের মূল। তারপর দেখা যায় যে, সূরা আল্-ফাতিহাতে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় তাহা সংক্ষেপে এই,—(এক) আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং প্রতিপালক হওয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে রাহমান ও রাহীম। (দুই) তিনি প্রতিদান দিবসের অধিকারী (পাঠান্তরে অধিপতি) এবং সেই হিসাবে ইহলোকেরও অধিকারী। (তিন) মানুষ একমাত্র তাঁহারই দাস ও তাঁহারই সাহায্যপুষ্ট। (চারি) একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে যাবতীয় অন্যায় ও ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়া সুপথে পরিচালিত করেন। এই বিষয়গুলিই সমগ্র কুর্আন মজীদে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণযোগে, বিভিন্ন নযীর সমবায়ে নানা ভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অবশেষে উপসংহারে সূরা আন্-নাসে বলা হয়, 'অতএব হে মানুষ, তোমরা যাবতীয় পদস্খলনকারী ভ্রান্তিকর বিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া সুপথে পরিচালিত হইবার জন্য (১) তোমাদের সেই প্রতিপালক, (২) তোমাদের সেই অধিপতি এবং (৩) তোমরা যাহার দাস ও তোমরা যাহার সাহায্যপুষ্ট তোমাদের সেই মা'বূদের শরণাপন্ন হও।

٣। وَسْوَسَ—الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

وِسْوَاسٌ ও وَسْوَسَةٌ ক্রিয়ার মাস্দার হইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

৫ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ •

৫। যে পলায়নপর চুপি চুপি কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের বুকের মধ্যে ৪

৬ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ •

৬। জিন্ন ও মানুষদের মধ্য হইতে। ৫

(প্রথম و এ যের), যেমন زَلْزَلَ ক্রিয়ার মাসদার হয় زَلْزَلَةٌ ও زِلْزَالٌ কাজেই وَسْوَاسٌ (প্রথম و এ যবর : যেমন এই সুরাতে রহিয়াছে, ইহা) মাসদার নয়; বরং ইহা ইস্ম। অর্থাৎ ইহার অর্থ হইতেছে 'গোপন কথা'; ইহার অর্থ 'গোপনে কথা বলা' নয়।

সকল তাফসীরকারই অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া اَلْوَسْوَاس শব্দটিকে বিশেষণ অর্থে গ্রহণ করেন। যথা عَدْلٌ এর অর্থ 'ন্যায় বিচার' হইলেও অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কখন কখন ইহার অর্থ হয় 'অত্যন্ত ন্যায় বিচারক'। (ইংরেজীতে Justice শব্দ 'ন্যায় বিচার' ও অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'অত্যন্ত ন্যায় বিচারক' অর্থে ব্যবহার তুলনীয়।) কাজেই এখানে اَلْوَسْوَاس এর অর্থ করা হয়, 'অত্যধিক পরিমাণে গোপন কুমন্ত্রণা দাতা।

خَنَّاس শব্দটি خَنَسَ (সরিয়া পড়িল) ক্রিয়া পদ হইতে ইস্মুল মুবালাগাহ্ (اسم المبالغة); ইহার অর্থ অত্যন্ত পলায়নপর। ইহা দ্বারা দুষ্টের একটি বিশেষত্বের কথা বলা হইয়াছে।

الوسواس الخناس এর পারস্পরিক ভাষাগত সম্পর্ক—সকল তাফসীরকারই এই দুইটিকে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই ইহাদের মধ্যে ইযাফাৎ (اضافة) বা সম্বন্ধ পদের সম্পর্ক গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কোন কোন আধুনিক তাফসীরকার ইহাদের মধ্যে 'সম্বন্ধ' সম্পর্ক ধরিয়া অর্থ করেন বলিয়া ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে এক জন অনুবাদ করেন, 'খান্নাসের অস্‌অসার —'। কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, এই অর্থে ইহা হয় ইযাফাতে মা নাওীয়াহ্ (اضافة معنوية) আর ঐ ইযাফাতে 'মুযাফ' (مضاف) এর প্রথমে কদাচ 'ال' যোগ হয় না। বস্তুতঃ من شر وسواس الخناس যদি থাকিত তাহা হইলে ঐ অর্থ হইত।

৪। فى صدور الناس মানুষের বুকের মধ্যে। অর্থাৎ মানুষের বুকের মধ্যে রহিয়াছে মন—সেই মনের মধ্যে জাগায় কুঅভিসন্ধি।

৫। من الجنة والناس এখানে من হইতেছে ব্যাখ্যাসূচক অব্যয় এবং জিন্ন ও মানুষ হইতেছে পূর্বের কাহারও ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য। ইহা কাহার ব্যাখ্যারূপে বিবৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বিভিন্ন আলিম বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন। একদল বলেন, ইহা পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত صدور الناس এর ناس এর ব্যাখ্যা। এই মতের প্রতিবাদে যখন বলা হয় যে, 'নাস' এর ব্যাখ্যায় 'জিন্ন ও নাস' বলা অসংগত। কারণ মানুষের ব্যাখ্যা 'মানুষ ঘোড়া ইত্যাদি'র মতই ইহা অর্থহীন। কাজেই ঐ মত অধিকাংশ তাফসীরকারই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। দ্বিতীয় মত এই যে ইহা الوسواس الخناس الذى يوسوس এর ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যাই প্রায় সকল তাফসীরকার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই আয়াতটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, মানুষের মনের মধ্যে যাহারা কুঅভিসন্ধি জাগাইয়া সরিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পড়ে, তাহারা মানুষ ও জিন্ন উভয় দলের মধ্য হইতেই হইয়া থাকে। দুষ্ট মানুষেরা বন্ধুর বেশে আসিয়া অনেক সময় লোককে নানা প্রকার কুকাজে উস্কানী দিতে থাকে। ঠিক ঐ সময়ে কোন সৎ খাঁটি লোক আসিয়া পৌছিলে ঐ দুষ্ট লোক কোন ছলা ছুঁতা করিয়া সরিয়া পড়ে অথবা অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়া তাহার মূল বক্তব্যকে ধামাচাপা দিয়া ফেলে। ইহাই হইতেছে 'খান্নাস' এর রূপ। মানুষ খান্নাসের কথা এই। কুমন্ত্রণাদাতা খান্নাস জিন্ন এর স্বরূপ কয়েকটি হাদীসযোগে বুঝানো হইতেছে।

(ক) আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "ইহা নিশ্চিত যে, শয়তান মানুষের রক্ত চলার পথে পথে চলিতে থাকে।" অর্থাৎ তাহার প্রত্যেক শিরায় উপশিরায় প্রবেশ করিয়া থাকে।—সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম।

(খ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহার সহিত একজন জিন্ন জাতীয় সঙ্গী এবং একজন ফিরিশ্তা জাতীয় সঙ্গী নিযুক্ত করা হয় নাই।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রাসূল, আপনার সহিতও কি?" তিনি বলেন, আমার সঙ্গেও। তবে আল্লাহ আমাকে তাহার বিরুদ্ধে সহায়তা করায় সে আমার বশীভূত হইয়াছে। ফলে সে আমাকে কেবলমাত্র কল্যাণের কথাই বলে।"—সাহীহ মুসলিম

(গ) আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "আদম সন্তানের মধ্যে শয়তানেরও অনুপ্রবেশ রহিয়াছে এবং ফিরিশ্তারও অনুপ্রবেশ রহিয়াছে। শয়তানের অনুপ্রবেশ হইতেছে ক্ষতির আশঙ্কা জাগানো এবং ন্যায়কে অস্বীকার করানো। আর ফিরিশ্তার অনুপ্রবেশ হইতেছে কল্যাণের আশা দান করা এবং ন্যায়কে স্বীকার করানো। অতএব কাহারও যদি দ্বিতীয় অবস্থাটি ঘটে তাহা হইলে সে যেন উহাকে আল্লার তরফ হইতে আগত জ্ঞানে আল্লার প্রশংসা করে। আর তাহার যদি অপর অবস্থাটি ঘটে তবে সে যেন আল্লার রহমত হইতে বঞ্চিত শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষালাভের জন্য আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করে।"

তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন: "শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং তোমাদিগকে অশ্লীল কথা বলিতে ও অশ্লীল কাজ করিতে নির্দেশ দেয়।" (সূরা আল্ বাকারাহ ঃ ২৬৮) —জামি' তিরমিযী (তুহ্ফা)

(ঘ) প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণে দুইটি কামরা রহিয়াছে; উহার একটিতে থাকে ফিরিশ্তা এবং অপরটিতে থাকে শয়তান। অনন্তর মানুষ যখন আল্লার যিকর করে ও আল্লাকে স্মরণ করে তখন শয়তান ঐ কামরা হইতে সরিয়া যায়। আর মানুষ যখন আল্লার যিকরও করে না, তাঁহাকে স্মরণও করে না তখন শয়তান তাহার চঞ্চু মানুষের অন্তঃকরণে স্থাপন করিয়া তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।—হিস্ন হাসীন ঃ যিকর এর মর্যাদা অধ্যায় (ইবনু শায়বার মুসান্নাফ গ্রন্থের বরাতে)।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের হাদীসে সূরাহ আল্ ফালাক ও সূরাহ্ আন্-নাস এই দুইটি সূরাকে একত্রে আল্ মু'আওবিযাতান (اَلْمُعَوِّذَتَان) বা দুইটি মু'আওবিযাহ সূরা বলা হয়। একটি আধুনিক তাফসীরে ঐ সূরা দুইটিকে "মাউজাতাএন" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইতেছে। এই সূরা দুইটিকে 'মাউজাতাএন' বলা নানা কারণে অশুদ্ধ। প্রথম অশুদ্ধি হইতেছে ব্যাকরণ ও পঠনঘটিত। আরবী শব্দগুলির পঠনের নিয়ম এই যে, উহা যখন কোন বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয় তখন উহা রাফ' অবস্থায় ওাক্ফরূপে উচ্চারিত ও পঠিত হয়। যথা, আবূবাক্র (আবু বাক্রিন্ নয়, আবাবাক্রও নয়, আবী বাক্রও নয়), হাসান (হাসানুন্ বা হাসানান্ বা হাসানিন্ নয়); পিতামাতা অর্থে ওালিদান্ (ওালিদানিও নয়, ওালিদায়নও নয়, ওালিদায়নিও নয়)। কাজেই গ্রন্থকারের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিকট শব্দটি একবচনে যদি 'মাউজাত' হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার দ্বিবচনে 'মাউজাতান' লিখাই সংগত ছিল। মাউজাতাএন লেখা ভুল হইয়াছে।

তারপর শব্দটি 'মাউজাত' (مَعُوْذَةٌ) নয়—উহা হইতে পারে না। কারণ উহার অর্থ হইতেছে, 'যাহাকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে,' 'আশ্রয় প্রাপ্ত'। (মাকূলাত বা মাকূলাহ مقولةٌ 'যাহা বলা হইয়াছে' 'উক্ত', 'ব্যক্ত' তুলনীয়।) বস্তুতঃ এই সূরা দুইটির পাঠক আশ্রয়-প্রাপ্ত। কাজেই 'মাউজাত' কোন সূরার বিশেষণ হইতেই পারে না।

পক্ষান্তরে مُعَوِّذَةٌ শব্দের অর্থ হইতেছে আশ্রয়দানকারিণী। প্রকৃতপক্ষে এবং মূলতঃ আশ্রয়দাতা হইতেছেন আল্লাহ তা'আলা। আর এই সূরা দুইটি আল্লার আশ্রয় লাভের জন্য অসীলা ও কারণ হয় বলিয়া এই সূরা দুইটিকে 'আল্‌-মু'আওবিযাতান' বলা সঙ্গত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ (ক) সুবিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ আল্‌-কামূসে এই শব্দটি যে ভাবে লিখা হইয়াছে তাহা এই :

اَلْمُعَوِّذَتَانِ سورتان بكسر الواو

'আল্ মু'আওবিযাতান' واو এর কাসরা যোগে দুইটি সূরা।

তাহা ছাড়া (খ) মুখতারুস্-সিহাহ অভিধানে বলা হইয়াছে :

قرأت المعوذتين بكسر الواو

আমি পড়িলাম মু'আওবিযাতান শব্দটি واو এর কাসরা সহযোগে।

(গ) সুরাহ অভিধানে বলা হইয়াছে معوذتين بكسر الواو دوسوره آخرين ازقرآن

মুআওবিযাতায়ন واو এর কাসরা যোগে কুর-আনের শেষ দুইটি সূরাহ।

মু আওবিযাত্তান সূরাহ্ দুইটি কুরআান কারীম এর অংশ—কুর্আন মজীদে ত্রুটি অন্বেষণকারী দল এই সূরা দুইটি সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন। একটি প্রশ্ন এই যে, এই সূরা দুইটি কুর্আন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁহারা উহার প্রমাণে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদের আচরণ পেশ করিয়া থাকেন। উহা এই যে, ইব্‌ন মাস্'উদ ঐ সূরা দুইটিকে কুর্আনের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং তিনি তাঁহার প্রতিলিপিতে ঐ সূরা দুইটি সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ইহার জওাব এই যে, 'সকল সাহাবীই সব কিছুই অবগত ছিলেন' বলিয়া স্বীকার করা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। 'হযরত উমার অনুমতি চাওয়ার মাস্'আলা জানিতেন না'—ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। এইরূপ বহু প্রথম শ্রেণীর সাহাবীর অবিদিত বহু হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। কাজেই ইব্‌ন মাস্'উদ যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট হইতে সরাসরি ইহা অবগত না হইয়া থাকেন তাহা কোন বিচিত্র কথা নয়। বস্তুতঃ হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে কুর্আন মজীদের যে প্রতিলিপিগুলি লিখিত হয় তাহা সাহাবীদের একটি বোর্ড দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইব্‌ন মাস্'উদ ছাড়া আর সকল সাহাবীই মত প্রকাশ করেন যে, এই সূরা দুইটি কুর্আনের অংশ এবং সেই মতেই উহা কুরআান মাজীদে স্থান লাভ করে। সম্ভবতঃ ইব্‌ন মাসউদও পরে উহাকে কুরআানের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন। অবশেষে বক্তব্য এই যে, হযরত উসমান রাঃ এর খিলাফতকালে কুরআানের যে সব প্রতি-লিপি লিখিত হয় সেই সব প্রতিলিপির মধ্যে যাহাতে কুরআান ছাড়া আর কিছু ঢুকিয়া না পড়ে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। এই কারণেই সূরাহ ফাতিহা' এর শেষে 'আমীন' পড়ার এত যোর তাকীদ হাদীসে থাকা সত্ত্বেও উহা কুরআানের মধ্যে লিখিত হয় নাই।

কাজেই আমাদের বক্তব্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অফাতের পর মাত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পনেরো বিশ বছরের মধ্যে, অধিকাংশ সাহাবী জীবিত থাকাকালে একজন সাহাবী ছাড়া অপর তামাম সাহাবীর সমর্থন ও অনুমোদনক্রমে কুরআনের যে প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় তাহার মৌলিকতা স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং উহার বিরুদ্ধে যে কোন আপত্তি ও প্রতিবাদ অমূলক ও নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত।

তাহাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই সূরা দুইটির প্রথমে যে 'কুল' শব্দ রহিয়াছে তাহা কুরআন নহে। প্রথম প্রশ্নের আলোচনায় আমরা যে যুক্তি দিয়াছি তাহার বলেই ইহা অমূলক প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া এ সম্পর্কে যে সব হাদীস পাওয়া যায় তাহা এই সূরাহ দুইটির ফাযীলাত বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। 'আল্ মু'আওবিযাতায়ন' দ্বিবচন স্থলে কখন কখন 'আল্-মু'আওবিযাত' বহু বচনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তখন উহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (এক) উহা দ্বারা দুইটি সূরা অর্থাৎ সূরাহ আল্ ফালাক ও সূরাহ আন্-নাস বুঝায়। (দুই) উহা দ্বারা সূরাহ আল্-ইখলাস, সূরাহ আল্-ফালাক ও সূরাহ আন্-নাস এই তিনটি সূরাহ বুঝায়। এ ক্ষেত্রে সূরাহ আল্-ইখ্লাস 'মু'আওবিযাহ' সূরা না হইলেও বাকী দুইটি সূরাকে প্রাধান্য দিয়া ঐ হিসাবে 'আল্-মু'আওবিযাত' বা মু'আওবিযাহ সূরাগুলি বলা হয়।

প্রথমে এই তিনটি সূরাহ যোগে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিয়া পরে শেষ সূরা দুইটি যোগে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হইবে।

(ক) সাহীহ্ বুখারী, ৭৫০ পৃষ্ঠায় 'মু'আওবিযাত' এর ফযীলত অধ্যায় রহিয়াছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম প্রত্যেক রাত্রিতে যখন বিছানায় শুইতে যাইতেন তখন তিনি তাঁহার দুই হাতের তলা একত্রিত করিতেন। তারপর 'কুল্ হুআল্লাহু আহাদ,' 'কুল্ আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' সূরাহ্ তিনটি পড়িয়া হাতের ঐ যুক্ত তলাদ্বয়ে সামান্য থুতু মিশ্রিত ফুঁ দিতেন। তারপর হাতের তলাদ্বয় প্রথমে তাঁহার মাথায়, মুখমণ্ডলে ও শরীরের সম্মুখ ভাগে এবং পরে শরীরের আর যে সব অংশে হাত পৌঁছে সেই সব অংশে বুলাইতেন।

(খ) সহীহ বুখারীর ৮৫৫ পৃষ্ঠাতে 'ঝাড় ফুক করিবার সময় থুতু মিশ্রিত ফুঁ দেওয়া অধ্যায়ে' এই হাদীসটি আবার বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে যাহা অতিরিক্ত বলা হইয়াছে তাহা এই:

আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা আরো বলেন: অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যখন পীড়িত হন (যে পীড়ায় তাঁহার অফাত হয়) তখন তিনি আমাকে এইরূপ করিতে বলেন। অর্থাৎ ঐ সূরা তিনটি পড়িয়া দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়া তাঁহার মাথায়, মুখমণ্ডলে ও সারা শরীরে তালুদ্বয় বুলাইতে আমাকে আদেশ করেন।

সাহীহ বুখারী ঐ পৃষ্ঠাতে ইহাও রহিয়াছে: বিখ্যাত তাবি'ঈ ইবন শিহাবের শিষ্য য়ুনুস বলেন, আমি ইবন শিহাবকে দেখিতাম, তিনি যখন রাত্রিতে বিছানায় শুইতে যাইতেন তখন এইরূপ করিতেন।

(গ) তারপর সাহীহ বুখারীর ৮৫৪ পৃষ্ঠায় 'কুরআন ও মু'আওবিযাত দ্বারা ঝাড়-ফুক' অধ্যায়ে রহিয়াছে:

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, যে পীড়াতে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম অফাত পান সেই পীড়ার প্রথম ভাগে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মু'আওবিযাত পড়িয়া নিজেকে ফুঁ দিতেন। পরে যখন উহা পড়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে তখন (তিনি আমাকে উহা করিতে আদেশ করিলে) আমি তাঁহার হইয়া ঐ সূরাগুলি পড়িতাম এবং তাঁহার হাতের বারকাত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার হাত লইয়া (তাহাতে ফুঁ দিয়া) উহা (তাঁহার মাথায়, মুখমণ্ডল ও শরীরে) বুলাইতাম।

এই হাদীসের অন্যতম রাবী মা'মার বলেন, আমি আমার শায়খ যুহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লাম নিজেকে কিভাবে ফুঁ দিতেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "দুই হাতের (তলার) উপরে ফুঁ দিয়া উহা তাঁহার মুখমণ্ডলে বুলাইতেন।"

www.ahlehadeethbd.org

(ঘ) সাহীহ বুখারীর ৯৩৫ পৃষ্ঠায় 'নিদ্রা যাইবার সময় আশ্রয় গ্রহণ ও কুরআন পাঠ' অধ্যায়ে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

মু'আওবিযাতাইন এর ফাযীলাত

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন্-নাস এর মর্যাদা ও ফাযীলাত সম্পর্কে যে সব হাদীস পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

(১) সাহাবী 'উকবাহ ইবন 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে বলেন "তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই ঐ আয়াতগুলির কথা যাহা আজ রাত্রিতে আমার প্রতি নাযিল করা হইয়াছে? তুমি উহার অনুরূপ আয়াত পূর্বে কখনও দেখ নাই। উহা হইতেছে 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' সূরাহ ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস সূরাহ।"—মুসলিম ১। ২৭২; তিরমিযী (তুহফা ৪। ৫১ ও ২২২ এবং নাসা'ঈ ২। ৩১২।

এই হাদীসে 'আমার প্রতি নাযিল করা হইতেছে' বাক্য দ্বারা এই সূরাহ দুইটির কুরআনের অংশ হওয়া প্রমাণিত হইতেছে এবং সূরা দুইটি যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে 'কুল' শব্দটি উভয় সূরারই অংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(২) হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে একদা বলিলেন, "হে জাবির, পাঠ কর।" আমি বলিলাম, "আল্লার রাসূল, আমার মা বাপ আপনার জন্য কুরবান! কোন জিনিস পড়িব?" তিনি বলেন, "পাঠ কর, 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' (সূরাহ) এবং 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল নাস' (সূরাহ)।" অনন্তর আমি ঐ দুইটি সূরাহ পড়িলাম। তখন তিনি বলিলেন, "তুমি এই সূরাহ দুইটি পড়িতে থাকিও। তুমি এই সূরাহ দুইটির অনুরূপ কোন কিছুই পড়িবার জন্য পাইবে না।"—নাসা'ঈ ২। ৩১২।

উল্লিখিত হাদীস দুইটিতে মু'আওবিযাতাইন সূরা দুইটিকে যে গুণে অতুলনীয় বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে আল্লার আশ্রয় ও শরণ লাভ। অর্থাৎ যাবতীয় অশুভ ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ ব্যাপারে এই সূরাহ দুইটি অতুলনীয়। পরবর্তী দুইটি হাদীসে এই কথা স্পষ্ট ভাবে বিবৃত রহিয়াছে।

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবন খুবায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সহিত মাক্কা যাইবার পথে এক সময়ে তাঁহাকে একাকী দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম। তখন তিনি আমাকে 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' সূরাটি সম্পূর্ণ পড়ান। তারপর 'কুল্ আ'উযু বিরাব্বিন্ নাস' সূরাটি সম্পূর্ণ পড়ান। আরপর তিনি বলেন, "মানুষ এই সূরাহ দুইটি অপেক্ষা উত্তম কোন কিছু যোগে আল্লার আশ্রয় লইতে পারে না।" **অর্থাৎ আল্লার আশ্রয় গ্রহণ ব্যাপারে এই সূরাহ দুইটি সর্বোত্তম।**—নাসা'ঈ ২। ৩১১।

(৪) সাহাবী 'উক্‌বাহ ইবন 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে 'কুল্ আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক' সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়ান। তারপর তিনি আমাকে 'কুল্ আ'উযু বিরাব্বিন্-নাস, সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়ন। তারপর তিনি বলেন, "আল্লার নিকট কোন যাচ্‌নাকারী এই সূরাহ দুইটির অনুরূপ কোন কিছু যোগে যাচ্‌নাও করিতে পারে না এবং (আল্লার নিকট) কোন আশ্রয় গ্রহণকারী এই দুইটি সূরার অনুরূপ কোন কিছু যোগে আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে পারে না।" অর্থাৎ আল্লার নিকট যাচ্‌না করিবার এবং তাঁহার আশ্রয় প্রর্থনার সময় এই সূরাহ দুইটি যোগে যাচ্‌না ও আশ্রয় গ্রহণ করা সর্বোত্তম।—নাসা'ঈ ২। ৩১২।

সব কয়টি হাদীসেই স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'কুল' উভয় সূরারই অংশ বিশেষ।

(৫) উক্‌বাহ্ ইবন 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে

(৯৭-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرَجُّلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[চতুর্থ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল আঁচড়ানো সম্পর্কিত হাদীস।

(৩২—১) حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاَنَا حَائِضٌ ۔

(৩২—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসহাক ইবন মূসা আল্-আনসারী, [তিনি] বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মা'ন ইবন ঈসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান (ইমাম) মালিক ইবন আনাস, তিনি রিওয়ায়াত করেন হিশাম ইবন 'উরওাহ হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন তাঁহার পিতা ('উরওাহ) হইতে, তিনি (তাঁহার খালা) আয়িশাহ হইতে, তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী থাকা অবস্থাতেও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথার (চুল) আঁচড়াইয়া দিতাম।

(৩২—২) حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى اَنَا وَكِيْعٌ اَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صُبَيْحٍ

(৩২—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়ুসুফ ইবন 'ঈসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আর্-রাবী' ইবন সবীহ, তিনি রিওয়ায়াত

(৩২—১) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী গ্রন্থে ৪৩ পৃষ্ঠায় দুইবার, ২৭১ ও ২৭৪ পৃষ্ঠায় এক এক বার ও ৮৭৮ পৃষ্ঠায় দুইবার এবং সাহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

كنت ارجل—উরাজ্জিলু এর মাসদার হইতেছে তারজীল। তারাজ্জুল ও তারজীল উভয় শব্দেরই অর্থ (ক) মাথার চুল আঁচড়ানো এবং (খ) মাথার চুল কোঁকড়ানো। আবার তারাজ্জুল এর অর্থ 'পায়ে হাঁটা'ও বটে। এখানে 'তারজীল'এর অর্থ চুল আঁচড়ানো। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল আঁচড়ানোর মূলে ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। আর ইসলামী শারী'আতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার এই চুল আঁচড়ানোর মূলে বাবুগিরির কিছুই ছিল না। সেই কারণেই সকল সময় দূরের কথা, তিনি প্রত্যহ চুল আঁচড়াইতেন না। এই অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম হাদীস দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ
صلي الله عليه وسلم يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ
وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ حَتَّى
كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ.

করেন য়াযীদ ইবন আবান হইতে—এই য়াযীদ হইতেছেন আর-রাকাশী, তিনি রিওয়ায়াত করেন আনাস ইব্ন মালিক হইতে; তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজ মাথায় তেল মালিশ করা ও নিজ দাড়ি আঁচড়ানো কাজ দুইটি প্রায়শঃ করিতেন এবং প্রায়শ: একটি মস্তকাবরণ ব্যবহার করিতেন। ফলে তাঁহার মস্তকাবরণের ঐ বস্ত্রখণ্ডটি (তেল লাগিয়া লাগিয়া) এমন হইত যেন উহা কোন তেল-বিক্রেতার (তেলমুছা) কাপড়।

(৩৪—৩) حدثنا هناد بن السري

(৩৪—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান হান্নাদ ইবন আস্‌স রীই. তিনি বলেন আমাদিগকে

(৩৩—২) يزيد بن ابان : য়াযীদ **ইব্‌ন আবান**। 'আবান' নামটি 'আব্বান' রূপেও উচ্চারিত হয়। অধিকাংশ প্রতিলিপিতেই 'আবান' শব্দটি গায়র মুন্‌সারিফ (غير منصرف) রূপে ব্যবহৃত হয়।

هو الرقاشي : তিনি আর্-রাকাশী। ইহা আর্‌রাকাশীর শিষ্যের উক্তি নয়; বরং ইহা আরও অধস্তন বর্ণনাকারীর উক্তি। কারণ উহা যদি আর্‌রাকাশীর শিষ্যের উক্তি হইত তাহা হইলে 'হুঅ' শব্দটি থাকিত না। তারপর এই য়াযীদ ইব্‌ন আবানকে 'আর্‌রাকাশী' বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার ঊর্ধতন পিতৃকুলে আর্‌রাকাশাহ্‌ নাম্নী একজন দাদী ছিলেন। তাঁহারই দিকে সম্বন্ধ করিয়া এই য়াযীদকে আর্‌রাকাশী বলা হয়। এই আর্‌রাকাশাহ্‌ ছিলেন কায়স ইব্‌ন সা'লাবাহ এর কন্যা।

يكثر دهن راسه...... **মাথায় তেল লাগানো ও দাড়ী আঁচড়ানো—এই দুইটি কাজ বেশী করিতেন।** ইহার তাৎপর্য্য এই নয় যে, তিনি সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় সব সময়ই এই কাজ দুইটি করিতেন। কারণ, এই অধ্যায়েরই শেষ হাদীস দুইটি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি একদিন পর একদিন এই সব কাজ করিতেন। কাজেই এই হাদীসের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, একদিন পর পরই হউক আর দুই দিন পরই হউক তিনি যখনই মাথায় তেল লাগাইতেন, তখনই চপ্‌চপে করিয়া তেল লাগাইতেন এবং তাহার পরে একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চুল বাঁধিয়া রাখিতেন, যাহাতে টুপি পাগড়ীতে তেল লাগিয়া উহা সহজে ময়লা না হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যে বস্ত্রখণ্ডটি দিয়া তেলে ভিজা চুল বাঁধিয়া রাখিতেন সেই বস্ত্রখণ্ডটিকে তেলবিক্রেতার কাপড়ের সহিত তুলনা করিবার কারণ এই যে, তেল বিক্রয় কালে প্রায়ই তেলের পাত্রের বাহির অংশে কিছু তেল লাগিয়া থাকে এবং তেল বিক্রেতা ঐ তেল একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়া মুছিয়া থাকে। ফলে তাহার কাপড়টি প্রায়ই তেলে ভিজিয়া থাকে। বারংবার পরিষ্কার করা সত্ত্বেও উহা খুব কমই পরিষ্কার থাকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর ঐ বস্ত্রখণ্ডটিও কয়েক দিন পর পর পরিষ্কার করা হইলেও তাহা প্রায়ই তেল-মলিন থাকিত বলিয়া এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে।

(৩৪—৩) এই হাদীসটি সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থে, ২৯, ৬১, ৮১০, ৮৭০ ও ৮৭৮ পৃষ্ঠায়, যথাক্রমে (ক) উযূ ও স্থলে ডান হইতে আরম্ভ করা, (খ) মসজিদে প্রবেশ ইত্যাদিতে ডান হইতে আরম্ভ করা, (গ) আহার ইত্যাদিতে ডান হাত ব্যবহার করা, (ঘ) জুতা পরিবার সময় ডান পা দিয়া আরম্ভ করা ও (ঙ) চুল আঁচড়ানো —অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

أَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ •

হাদীস জানান আবুল-আহওাস, তিনি রিওায়াত করেন আশ্‌'আস ইবন আবুশ শা'সা' হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (আবুশ শা'সা') হইতে, তিনি মাসরূক হইতে, তিনি 'আয়িশাহ হইতে, তিনি বলেন, ইহা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসল্লাম যখন তাহারাত বা পাক হইবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন (অর্থাৎ উযু বা গুসল করিতেন) তখন তাঁহার ঐ তাহারাত (পাক হওয়া) ব্যাপারে, তিনি যখন চুল আঁচড়াইতেন তখন তাঁহার চুল আঁচড়ানো ব্যাপারে এবং তিনি যখন জুতা পরিতেন তখন তাঁহার জুতা পরা ব্যাপারে তিনি ডান দিক হইতে আরম্ভ করিতে ভাল বাসিতেন।

ابو الاحوص আবুল্‌-আহ্‌ওাস কুন্‌য়াত ; তাঁহার নাম 'সালাম ইব্‌ন সুলায়ম'।

ابو الشعثاء আবুশ্‌-শা'সা' কুন্‌য়াত ; তাঁহার নাম সুলায়ম ইব্‌ন আস্‌ওাদ ইব্‌ন হান্‌যালাহ (سليم بن اسود بن حنظلة)—তিনি মুহারিব (محارب) গোত্রের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আল্‌-মুহারিবী বলা হয়।

مسروق 'মাস্‌রূক' এর অর্থ অপহৃত। একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম ও বিচক্ষণ ইসলামী আইনজ্ঞ। তাঁহাকে বাল্যকালে লোকে চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফিরিয়া পান। তিনি বাল্যকালে অপহৃত হন বলিয়া তাঁহার নামই মাস্‌রূক হয়॥ 'মাসরূক' এর পিতার নাম ছিল আল্‌-আজ্‌দা' (الاجدع) বা 'নাক-কান-কাটা' লোক। নামটি খারাপ বলিয়া হযরত উমার রাঃ উহা বদলাইয়া 'আব্‌দুর্‌রাহমান করেন। ফলে সরকারী দফতরে মাস্‌রূক এর পরিচয় লিখা হয় 'মাস্‌রূক ইব্‌ন আবদুর্‌রহমান'।

ان كان 'ইন্‌ কানা'। ইহার অর্থ 'তিনি নিশ্চয় ছিলেন'। এখানে 'ইন্‌' শব্দটি হইতেছে 'ইন্না' শব্দের লঘুরূপ। উহার আনুষঙ্গিক প্রমাণ হইতেছে উহার বিধেয় পদ 'য়ুহিব্বু' শব্দের প্রথমে তাকীদব্যঞ্জক 'লাম' অব্যয় যুক্ত হওয়া।

ليحب التيمن তিনি ডান দিক হইতে আরম্ভ করিতে ভালবাসিতেন। শামায়িলের এই হাদীসটিতে ডান দিক হইতে আরম্ভ করা সম্পর্কে কেবল-মাত্র তিনটী কাজ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। (ক) উয্‌-গুসল, (খ) চুল আঁচড়ানো ও (গ) জুতা পরা। সাহীহ বুখারীর হাদীসগুলিতে এই তিনটি কাজ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে **আরও দুইটি কথা** যোগ করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে (এক) **ما استطاع (মাস্‌তাতা'আ) যতদূর পারিতেন** (৬১, ৮৭৮ পৃষ্ঠা) এবং (দুই) **في شانه كله (ফী শানিহী কুল্লিহী) তাঁহার প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ** ব্যাপারে (২৯, ৬১ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু 'তাঁহার প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার'—কথাটি অস্পষ্ট বলিয়া উহার তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্য এই বিষয় সম্পর্কিত অপর সাহীহ হাদীসগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, উল্লিখিত তিনটি কাজ ডান দিক হইতে আরম্ভ করার কথা যেমন সাহীহ হাদীসে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ আরো কয়েকটি কাজ ডান হাত

www.ahlehadeethbd.org

(৩৫—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান হইতে, তিনি হাসান বাস্‌রী হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগা-

(٣٥—٤) حدثنا محمد بن بشار انا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان

দিয়া করিবার নির্দেশ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ডান হাত দিয়া আহার করিবার আদেশটি ও বাম হাতে আহার না করিবার নির্দেশটি উল্লেখ করা যাইতে পারে (সাহীহ বুখারী ৮০৯, ৮১০ পৃঃ এবং সাহীহ মুস্‌লিম ২।১৭২ পৃঃ উমার ইব্‌ন আবু সালামাহ হইতে; আরো সাহীহ মুসলিমে ২।১৭২ পৃঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার, সালামাহ ইবনুল্‌-আকওয়া' ও জাবির হইতে)। সেইরূপই আবার কয়েকটি কাজ বাম দিক হইতে অথবা বাম হাত দিয়া করিবার অথবা ডান হাত দিয়া না করিবার নির্দেশও সাহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা (ক) জুতা খুলিবার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলিতে হইবে (সাহীহ বুখারী ৮৭০ পৃঃ এবং সাহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭ পৃঃ আবু হুরায়রা হইতে)। (খ) ডান হাত দিয়া ইস্‌তিন্‌জা করিতে এবং ডান হাত দিয়া পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে—(সাহীহ বুখারী ২৭, ৮৪১ পৃঃ এবং সাহীহ মুসলিম ১।১৩১ পৃঃ আবু কাতাদাহ হইতে)।

এই সব হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং কুর্‌আান ও হাদীসে জান্নাতীদিগকে 'আস্‌হাবুল্‌-য়ামীন' বা 'ডান ধারের লোক' ও জাহান্নামীদিগকে 'আসহাবুশ্‌-শিমাল' বা 'বাম ধারের লোক' বলিয়া উল্লেখ থাকায় ডান দিক ও ডান হাতকে দম্মানার্হ বিবেচনা করিয়া ইমাম ও আলিম-গণ প্রত্যেক ভাল ও মর্যাদাযুক্ত কাজকে ডান দিক হইতে ও ডান হাত বা পা দিয়া আরম্ভ করা এবং প্রত্যেক ঘৃণিত কাজ বাম দিক হইতে বা বাম পা বা বাম হাত দিয়া আরম্ভ করা সুন্নাত বলিয়া থাকেন। ইমাম নওবী এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত তালিকা দিয়াছেন মূলতঃ তাহা উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার সহিত অপর ইমামদের তালিকা সন্নিবেশিত করিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি।

"নিম্নলিখিত কাজগুলি ডান দিক হইতে বা ডান হাত বা ডান পা দিয়া আরম্ভ করা মুস্‌তাহাব্‌ঃ

"স্যাণ্ডেল, চাপ্‌পাল, জুতা, মোজা ও পায়জামা পরিধান কালে; পিরাণের আস্তিনে হাত ঢুকাইবার কালে; মাথায় তেল লাগানো, মাথার চুল আঁচড়ানো ও মাথা মুণ্ডন কালে; দাড়ি আঁচড়াইবার কালে; গোঁফ ছাঁটিবার কালে; বগলের চুল উপড়াইবার কালে; মিস্‌ওয়াক করিবার সময়; চোখে সুরমা লাগাইবার সময়; নখ কাটিবার সময়; উষ্‌, গুসল ও তায়াম্মুম করিবার সময়; মসজিদে প্রবেশ কালে; পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময়; সাদকা, খায়রাত দিবার সময় ও কোন ভাল বস্তু সরাইবার সময় এবং কোন ভাল বস্তু আদান-প্রদানের সময় এবং এই প্রকার ব্যাপারে।

"নিম্নলিখিত কাজগুলিতে বাম দিক হইতে বা বাম হাত, পা দিয়া আরম্ভ করা মুস্‌তাহাব্‌।

"স্যাণ্ডেল, চাপ্‌পাল, জুতা, মোজা, পায়জামা ও পিরাণ খুলিবার সময়; মাস্‌জিদ হইতে বাহির হইবার সময়; পায়খানায় প্রবেশের সময়; ইস্‌তিন্‌জার জন্য ঢিল বহন করার সময়; ইস্‌তিন্‌জা করিবার কালে; পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার প্রয়োজন হইলে; নাক পরিষ্কার করিবার ও নাক ঝাড়িবার সময় এবং কোন ঘৃণ্য বস্তু হাতে লইতে হইলে। (সাহীহ মুসলিম, শারহ নাওবী দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭—১৯৮ পৃঃ)

(৩৫—৪) এই হাদীসটি জামি' তিরমিযী গ্রন্থে (তুহ্‌ফা ৩ | ৫৯ পৃষ্ঠায়) এবং সুনান আবুদাউদ ২ | ২২০ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

هشام بن حسان হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান পাক ভারতীয় সংস্করণে 'হাস্‌সান' স্থলে 'হিব্বান লেখা হইয়াছে। ইহা কাতিবের ভুল। কারণ 'হিশাম ইব্‌ন হিব্বান' নামে কোন হাদীস বর্ণনাকারী নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফ্ফাল হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এক দিন বাদ এক দিন ছাড়া মাথার চুল আঁচড়াইতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ প্রত্যহ চুল আঁচড়াইতে নিষেধ করেন এবং একদিন বাদ একদিন চুল আঁচড়াইতে অনুমতি দেন।

(৩৬—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্-হাসান ইব্ন 'আরাফাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুস্-সালাম ইব্ন হার্ব, তিনি রিওায়াত করেন য়াযীদ ইব্ন আবূ খালিদ হইতে, তিনি আবুল্-'আলা' আল্-আওদী হইতে, তিনি হুমায়দ ইব্ন আবদুর রাহমান হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের সাহাবীদের মধ্য হইতে একজন

عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا ۰

(৫-৩৬) حدثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابى خالد عن ابي العلاء الاودى عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه

হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পিতার নাম আবু খালিদ নহে। তাঁহার পিতার নাম খালিদ।

ابو العلاء الاودى আবুল-'আলা। কুন্‌য়াত। তাঁহার নাম হইতেছে দাউদ ইব্ন আবদুল্লাহ। তাঁহার পূর্বপুরুষ 'আওদ ইব্ন মুস্'আব' এর নাম অনুসারে তাঁহাকে আল্-আওদী বলা হয়॥

حميد بن عبد الرحمن হুমায়দ ইব্ন আবদুররাহমান। এই আবদুররাহমান হইতেছেন সুবিখ্যাত সাহাবী 'আবদুর্রাহমান ইব্ন 'আওফ'।

عن رجل من اصحاب...... সাহাবীদের মধ্য হইতে একজন লোক হইতে। সাহাবীর নাম উল্লেখ না থাকার কারণে হাদীসে কোন দুর্বলতা স্পর্শ করে না। হাদীস শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনা ব্যপোরে প্রত্যেক সাহাবীই নির্ভরযোগ্য। কাজেই কোন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইলেই যথেষ্ট—সাহাবীর নাম বলা অপরিহার্য নয়।

তারপর হাস্সান্ শব্দের মূল দুই প্রকার হইতে পারে। (এক) 'হিস্স্' মূলের সহিত ان যোগ করিয়া গঠিত। তখন অর্থ হয় 'অনুভবপ্রবণ' এবং উহা 'গায়র মুন্সারিফ' রূপে পঠিত হয়। (দুই) 'হুস্ন' মূল হইতে। তখন উহা 'মুন্সারিফ' রূপে পঠিত হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে 'আফ্ফান' শব্দ। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতার নাম ছিল 'আফ্ফান। এই শব্দটিকে মূল 'ইফ্ফাৎ হইতে উদ্ভূত ধরিলে ইহার অর্থ হয় অত্যন্ত সচ্চরিত্র এবং তখন উহা গায়র মুন্সারিফ রূপে পঠিত হয়। পক্ষান্তরে উহাকে عفن হইতে উদ্ভূত ধরা হইলে উহার অর্থ হয় 'দুর্গন্ধযুক্ত' এবং তখন উহা মুন্সারিফ হয়। হযরত উসমানের প্রতি সম্মান বশতঃ আলিমগণ তাঁহার পিতার নামটিকে প্রথম অর্থে গ্রহণ করিয়া গায়র মুন্সারিফ পড়িয়া থাকেন।

غبا 'গিব্বান'। ইহার মূল অর্থ 'একদিন পর একদিন'। কিন্তু 'কয়েক দিন পর পর', এবং 'মাঝে মাঝে' অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩৫—৫) يزيد بن ابي خالد য়াযীদ ইব্ন আবু খালিদ। শামায়িল গ্রন্থে এই বর্ণনাকারী য়াযীদ এর পিতার নাম 'আবু খালিদ' বলা

www.ahlehadeethbd.org

وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا ‎•

লোক হইতে বর্ণনা করেন, ইহা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একদিন পর এক দিন মাথার চুল আঁচড়াইতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[পঞ্চম অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কিত হাদীস।

(٣٧—١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‎•

(৩৭—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, তিনি বলেন আমাদিগকে

তারপর এই সাহাবীর পরিচয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া হাদীসবেত্তাগণ হইতে তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। কেহ বলেন, তিনি ছিলেন আলহাকাম ইব্‌ন 'আম্‌র্; কেহ বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সার্‌জিস্; আবার কেহ বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ মুগাফ্‌ফাল

(الحكم بن عمرو—عبد الله بن سرجس—عبد الله بن مغفل)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম প্রত্যহ চুল আঁচড়াইতেন না কেন? এবং এক দিন পর এক দিন কেনই বা চুল আঁচড়াইতেন? ইহার জওয়াব আলিমগণ এই ভাবে দিয়াছেন:

পুরুষের মধ্যে তেজ বীর্য, বীরত্ব, পরাক্রম প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণগুলি থাকা যেমন সংগত ও প্রয়োজনীয়, নারীর মধ্যে সেইরূপ কোমলতা, নম্রতা ও কমনীয়তা থাকা সংগত ও প্রয়োজনীয়। প্রকৃতিগত এই পার্থক্যের কারণে কেশ বিন্যাস, প্রসাধন, সাজসজ্জা প্রভৃতির আতিশয্য নারীর পক্ষেই শোভনীয়; উহা পুরুষের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। তাই বলিয়া পুরুষ লোক মোটেই সাজসজ্জা করিবে না—ইহাও সঙ্গত নয়। পুরুষ লোকের পক্ষে যতখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা প্রয়োজনীয় ততখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হইয়া তাহাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। ইহার মাত্রা এতখানি রাখিতে হইবে যে, উহাতে যেন তাহার পৌরুষ কোনক্রমেই হ্রাস না পায় বা আচ্ছন্ন না হয়। ফল কথা, পুরুষ মশগুল থাকিবে কেশ-দাড়ী ও শরীর পালনে, আর নারী লিপ্ত থাকিবে কেশ বেশ ও শরীরের সৌন্দর্য বর্ধনে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এক এক দিন পর একদিন মাথার চুল ও দাড়ী আঁচড়াইতেন। আল্লাহ তা'আলা তামাম মুসলিমকে নাবীর অনুকরণের তাওফীক দান করুন! আমীন।

পঞ্চম অধ্যায়—পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দুইটিতে যে সব হাদীস আনা হইয়াছে সেগুলি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল-দাড়ি সাদা হওয়া এবং উহাতে তাঁহার খিযাব লাগানো দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার হওয়ার কারণে হাদীসগুলি মোটামুটিভাবে দুইটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সাজানো হইয়াছে।

(৩৭—১) হাদীসটিতে দুইটি অংশ রহিয়াছে। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সুল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কি পরিমাণ চুল সাদা হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে যে, হযরত আবূবাকর রাঃ চুল-দাড়িতে খিযাব লাগাইতেন। হাদীসটি উভয় অংশ

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস জানান আবূ দাউদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাম্মাম্‌ (ইব্‌নু য়াহয়া—ইবনু মুনাব্বিহ নহে), তিনি রিওায়াত করেন কাতাদাহ হইতে, তিনি বলেন আমি আনাস ইবনু মালিককে বলিলাম, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কি (তাঁহার মাথার চুলে ও দাড়িতে) খিযাব লাগাইয়াছিলেন?" তিনি বলেন, "তিনি ঐ পর্যন্ত পৌঁছেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার দুই চোখ ও দুই কানের মধ্যবর্তী অংশের চুল সাদা হইয়াছিল। কিন্তু আবূবাকর মেহেদি পাতা ও কাতাম নামীয় এক প্রকার গাছগাছড়া দিয়া খিযাব করিতেন।"

أَنَا أَبُوْدَاوُدَ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ، إِنَّمَا كَانَ شَيْبًا فِي صُدْغَيْهِ وَلٰكِنْ أَبُوْبَكْرٍ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

সমেত সুনান আবূ দাউদ ২—২২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। আর হাদীসটির শুধু প্রথম অংশটি সাহীহ বুখারী ৫০২ ও ৮৭৫ পৃষ্ঠায় ও সুনান নাসা'ঈ ২—২৭৮ পৃষ্ঠায় এবং শুধু দ্বিতীয় অংশটি সাহীহ মুসলিম ২। ২৫৮—৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

لم يبلغ ذلك তিনি ঐ পর্যন্ত পৌঁছেন নাই। ইহার অপর অর্থ করা হয়, তাঁহার চুল দাড়ি ঐ পর্যন্ত পৌঁছে নাই। যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন এই জওয়াবটি প্রশ্নটির সুষ্ঠু উত্তর নয়। আসল উত্তর হযরত আনাস রাঃ ইচ্ছাপূর্বক এড়াইয়া গিয়াছেন। হযরত আনাসের এইরূপ করার কারণ এই যে, তিনি যদি উহার উত্তরে সরাসরি 'হাঁ' বলিতেন, তাহা হইলে উহা হইতে স্বাভাবিকভাবে এই কথাই বুঝা যাইত যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চুল-দাড়ি সবই সাদা ধব্‌ধবে হইয়াছিল অথচ উহা সত্য নহে। হযরত আনাসের এই জওয়াব হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যে, 'রাসূল-সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মোটেই খিযাব ব্যবহার করেন নাই' সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক—অনুষঙ্গ উহা মোটেই সমর্থন করে না। কারণ, তাহা হইলে হযরত আনাস পরিষ্কারভাবে 'না' বলিতে পারিতেন; তিনি বা 'উহা ঐ পর্যন্ত পৌঁছে নাই' বলিবার মোটেই প্রয়োজন হইত না। পক্ষান্তরে, হযরত অনাসের এই জওয়াব হইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল-দাড়ি খিযাব করারই ইংগিত পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ তিনটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল-দাড়ি খিযাব করার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আনাস রাঃ এর এই উক্তির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর চুল দাড়ি খিযাব করিবার মতো অবস্থায় পৌঁছে নাই—তবুও তিনি খিযাব করিয়াছিলেন।

إنما كان شيبا..... কেবলমাত্র তাঁহার দুই চোখ ও দুই কানের মধ্যবর্তী অংশের চুল সাদা হইয়াছিল। এখানে 'শাইবান' স্থলে কোন কোন রিওায়াতে 'শায়য়ান' (شَيْئًا) রহিয়াছে। তাহাতে 'অংশের চুল' স্থলে 'অংশের কিছু চুল' অর্থ দাঁড়ায়।

এই অংশে 'কেবলমাত্র' শব্দটি শিথিলভাবে (loosely) ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহা কড়াকড়িভাবে (in the strict sense) ব্যবহৃত হয় নাই। কেননা, এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় হাদীসে এই আনাস রাঃ এরই বর্ণনায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٣٨-٢) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِحْيَتِهِ إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ـ

(৩৮—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইসহাক ইব্‌নু মানসূর এবং য়াহ্‌য়া ইব্‌নু মূসা, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর্‌রায্‌যাক, তিনি রিওয়ায়াত করেন মা'মার হইতে, তিনি সাবিত হইতে, তিনি আনাস হইতে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথায় ও দাড়িতে মাত্র চৌদ্দটি সাদা চুল গণিয়া পাইয়াছিলাম।

দাড়ির কয়েকটি চুলও সাদা হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই অধ্যায়ের অষ্টম হাদীসে জাবির ইবনু সামুরার বর্ণনায় তাঁহার মাথায় সিঁথি বাহির করিবার স্থানেও কয়েকটি চুল সাদা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাহীহ বুখারীর ৫০১ ও ৫০২ পৃষ্ঠায় দুই জন সাহাবীর বর্ণিত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লাম এর নিম্নোষ্ঠ ও চিবুকের মধ্যবর্তী স্থানেও কয়েকটি চুল সাদা হইয়াছিল।

(৩৮—২) এই হাদীসটি সাহীহ বুখারী ৫০২ ও ৮৭৫—৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাদা চুলের সংখ্যা ব্যাপারে এই দুই হাদীসে পার্থক্য দেখা যায়। এখানে বলা হইয়াছে যে, হযরত আনাস রাঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথায় ও দাড়িতে সাদা চুল গণিয়া **মাত্র চৌদ্দটি পান।** অথচ সাহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস রাঃ এর বিবরণে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের অফাতের সময় তাঁহার মাথায় ও দাড়িতে **কুড়িটিও সাদা চুল ছিল না।** আবার এই অধ্যায়ের চতুর্থ হাদীসে হযরত ইব্‌নু উমার রাঃ এর বর্ণনাতেও **প্রায় কুড়িটি চুল সাদা হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে।** সাহীহ বুখারীতে হযরত আনাস রাঃ এর বিবরণ এবং এই অধ্যায়ের চতুর্থ হাদীসে হযরত ইব্‌ন উমার রাঃ এর বিবরণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু হযরত আনাস রাঃ এর এই 'চৌদ্দটি চুল সাদা' হওয়ার এবং ঐ দুই হাদীসে 'প্রায় কুড়িটি চুল সাদা' হওয়ার বিবরণ নিঃসন্দেহে পরস্পরবিরোধী দেখা যায়। ইহার সমাধানে আলিমগণ বলেন যে, চৌদ্দটি চুল সাদা পাওয়া সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, তিনি এই সংখ্যা পাইয়াছিলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মাথায় ও দাড়িতে সাদা চুল একটি একটি করিয়া গণিয়া; আর সম্ভবতঃ তাঁহার এই গণনা করার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অফাতের বেশ কিছুকাল পূর্বে ঘটিয়াছিল।—ঐ সময়ের পরে তাঁহার অফাত পর্যন্ত আরও ৪।৫টি চুল সাদা হইয়া থাকিতে পারে। কাজেই এই দুই উক্তির মধ্যে বাস্তব কোনই বিরোধ থাকে না।

www.ahlehadeethbd.org

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের

হিন্দু ধর্মে নারী

ইসলাম নারীকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছে। তথাপি অমুসলমান লেখকেরা এ বিষয়ে ইসলামের নিন্দায় পঞ্চমুখ। তজ্জন্য এই সকল ধর্মে নারীর স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। তুলনামূলক আলোচনার জন্যও ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ডক্টর ডি, পাণ্ড বলেন: কোন জাতির কৃষ্টিগত মান নির্ণয়ের উপায় দুইটি—বিশ্ব-সভ্যতায় উহার দান ও নারীর মর্যাদা। প্রথম মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে ভারতের দান অতি নগণ্য; দ্বিতীয় দিক দিয়া ধরিলে ইহা খুবই অবনত; কারণ, নারীর মর্যাদা ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের অযোগ্য; এখানে নারীকে অজ্ঞতার যূপ কাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়।(১)

বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ; ঋগ্বেদ ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাসও বটে; অথর্ব বেদেও অনেক প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে (খৃঃ পূ ১২০০—৮০০) ভারতীয় আর্য পরিবার ছিল প্রধানতঃ পিতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ পিতাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তিনি সন্তানকে বিকলাঙ্গ বা দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন। ঋগ্বেদে বৃষগিরিকে পুত্র ঋজরাশ্বের চক্ষুরুৎপাটন (১—১১৬, ১৬; ১১৭—১৭) করিতে ও শুক্রং সোপকে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ (১—২৪) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে তাহার পিতা অজীগর্ত বলির জন্য তাঁহাকে রোহিতাশ্বের নিকট বিক্রয় করেন। পুত্র গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত (১—১১২, ২) কিন্তু কন্যাকে গৃহে পিতার মরজির উপর নির্ভর করিতে হইত। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম; কাজেই শিক্ষিত পরিবার ভিন্ন অন্যত্র মেয়েদের লেখাপড়া হইত না। এজন্যই ঋগ্বেদে ঘোষা, মমতা, শাশ্বতী, অপলো, বিশ্বধারা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি মাত্র গুটিকয়েক শিক্ষিতা মেয়ের নাম পাওয়া যায়। দেব-লোকে তাহাদের সংখ্যা আরও কম ছিল বলিয়া মনে হয়। বেদে মাত্র অদিতি, সূর্যা, যক্ষ, রাত্রি ও শচী বা ইন্দ্রানীর নাম আছে।

বড় মেয়েদের প্রধান কাজ ছিল গাভী দোহন করা। তজ্জন্য তাহাদের নাম হয় দুহিতা বা দুহিতৃ অর্থাৎ দুগ্ধ দোহনকারিণী। বয়স্থা না হইলে মেয়েদের বিবাহ হইত না। সাধারণতঃ যুবক যুবতীতের মধ্যে প্রেম সঞ্চার হইলে ঘটকের মারফতে বিবাহের প্রস্তাব উঠিত এবং তাহা মাতাপিতার অনুমোদন লাভ করিলে বিবাহ হইত। অনেক সময় গুরুজনেরাও বিবাহ ঠিক করিতেন। কোন মেয়ে বৃদ্ধ প্রভৃতি অযোগ্য লোককে বিবাহ করিলে সমাজে তাহার নিন্দা হইত। অপুত্রক পিতা প্রথম দৌহিত্রকে দত্তক লাভের জন্য ভাবী জামাতার সহিত চুক্তি করিতেন।

বিবাহ দিতে একালের ন্যায় তখনও প্রচুর যৌতুক লাগিত; স্বামী মরিয়া গেলে বিধবারা পিতা বা ভ্রাতার গলগ্রহ হইত। উপযুক্ত স্বামী জুটাইতে না পারিলে মেয়েকে সারা জীবন পিত্রালয়ে কাটাইতে হইত। অনেক মেয়ে বুড়ি হইয়া যাইত; প্রায় বিগতা-যৌবনা হইলে তবে ঘোষার ন্যায় শিক্ষিতা রাজপুত্রীর বিবাহ হয়। কন্যা সম্পত্তির অংশ পাইত না; তাহার বিবাহের জন্য পিতা সময় সময় তাহাকে কিছু সম্পত্তি দান করিয়া যাইতেন। এজন্য ভ্রাতা বা ভ্রাতৃবধূ কেহই তাহাকে সুনজরে দেখিত না। পিতার মৃত্যু হইলে যৌতুকের জন্য তাহাকে ভ্রাতার দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন মেয়ে অভাগিনী বলিয়া বিবেচিতা হইত। যুবকদের চিত্তাকর্ষণের জন্য কেহ কেহ বেশ ফিটফাট হইয়া চলিত।

(১) Judged from the first point India's contribution is very meagre; and from the second, it is very low as the position of women is unworthy of a great country like India. Here woman is crucified upon the cross of ignorance.—The Great Reality" 134.

www.ahlehadeethbd.org

কেহ বা যাঁতা টানা করিত কেহ বা স্থানান্তরে চাকরী করিতে যাইত. পারিপার্শ্বিকতা চরিত্র রক্ষার অনুকূল না থাকায় তাহারা বিপথগামিনী হইয়া শেষে গণিকাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইত। বদমাইশেরা অবিবাহিতা মেয়েদের পিছনে (একালের ন্যায়) লাগিয়াই থাকিত; অতএব তাহাদের পদস্খলন ঘটিত। এজন্য বর্তমানের ন্যায় তখনও মেয়েরা ছিল মাতাপিতার গভীর উৎকণ্ঠার হেতু।

প্রত্যেকেই পুত্র কামনা করিত; কনের প্রথম মুখ দর্শনের সময়ই স্বামী বলিত, "পুত্রের মাতা হও (১০—৮৫, ৮৪)।" কিন্তু কেহই মেয়ে চাহিত না। অথর্ব বেদে আছে, "এখানে ছেলে দাও, অন্যত্র মেয়ে দাও (৬—১১, ৩)।" কন্যা জন্মিলে আনন্দের পরিবর্তে পরিবারস্থ সকলের মুখেই বিষাদ ও অবসাদের ছায়া নামিয়া আসিত। (২)

পতিগৃহে শ্বশুরকে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিতে হইত। সেখানে তাহার কাজ ছিল প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সকলকে জাগরিত করা, চাকর বাকর থাকিলে তাহাদিগকে কাজে প্রেরণ করা, ঘর ঝাট দেওয়া, ধূলি ঝাড়া, বাসনপত্রাদি মাজা, কাপড় কাঁচা, গৃহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা, স্বামী সহ দিনে তিনবার অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, মাখন তোলা, ঘৃত প্রস্তুত করা, কাপড় বুনা, ভাত রাঁধা, শস্য শুকান, ছেলেমেয়েকে দুগ্ধ পান করান, তাহাদের ও স্বামীর বিছানা করা, স্বামীর আসন ঠিক রাখা, গবাদি গৃহপালিত পশু ও ভৃত্যদের কাজের তদারক করা ইত্যাদি।

স্ত্রীকে স্বামীর বশীভূতা থাকিতে ও তাহার ইচ্ছানুযায়ী চলিতে হইত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সে সাজিয়া গুজিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিত ও তাহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সর্বদা হাসিমুখে থাকিত। সময় সময় সে অন্যান্য রমণীর সহিত পাহাড়ে গিয়া ফুল তুলিয়া আনিত। শশুরের বার্ধক্য বা মৃত্যুতে স্বামীর হাতে সংসারের ভার আসিলে সে শ্বশুর, খাশুড়ী, দেবর ও ননদদের উপর হুকুম চালাইতে পারিত। এই সময়টাই ছিল তাহার বিবাহিত জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের। অইশ্য এই সুখ নির্ভর করিত স্বামীর চরিত্র ও যোগ্যতার উপর।

সব বিবাহই সাধারণ নিয়মে সম্পন্ন হইত না। কেহ কেহ ঋষিকে কন্যাদান করিত; এজন্য ইহাকে আর্ষ বিবাহ বলা হইত। চুরি-করিয়া বা বাধা দানকারী আত্মীয়দের নিধন ও কন্যার উপর বলাৎকার করিয়া তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া নিয়া বিবাহ করার প্রথাও প্রচলিত ছিল; ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ। সুবিধা পাইলেই আর্যেরা অসভ্যদের দ্বারা পুত্র কন্যাদের চুরি করিয়া আনিত। বিমদ পুরুমিত্রের কন্যাকে হরণ করিয়া নেওয়ার সময় অন্যেরা তাহার উপর বাটপাড়ি করার উপক্রম করে (১—১১২, ১৯; ১১৬, ১; ১১৭, ২০; ২০—৩৯, ৭; ৬৫, ১২ ইত্যাদি)। সাময়িক এবং শর্ত সাপেক্ষ বিবাহও প্রচলিত ছিল। শর্ত ভঙ্গ হইলেই বিবাহ বন্ধন ছুটিয়া যাইত। উর্বশী এভাবে পুরুর রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (১০—৯৫)।

ঋগ্বেদের যুগে আর্য ও অনার্যের, বিশেষতঃ সনাতনী আর্যদের সহিত ইন্দ্র-আম্ম বিরোধী সভ্য আর্য ও অসভ্য, পার্বত্য, দস্যু আর্যদের যুদ্ধ নিয়ত লাগিয়াই থাকিত। চুবুতি ও কুমুরির মধ্যে এক যুদ্ধেই ৬০,০০০ লোক নিহত হয়। এতদ্ব্যতীত অনেকেই বন্দী ও দাস হইত। তাহাদের রমণীদেরও সম্ভবতঃ ধরিয়া নিয়া দাসী করা হইত। সাধারণতঃ আদিম অধিবাসী ও অসভ্য আর্যদের রমণীরাই দাসী হইত। স্বামীরা যুদ্ধে নিহত হইলে স্বভাবতঃই তাহাদের স্ত্রীদের ধরিয়া নিয়া দাসী করা হইত। ফানিশিয়ানেরাও তাহাদের নিকট দাসী বিক্রয় করিত। সময় সময় তাহারা উপপত্নী হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কবচকে 'দাসীপুত্র' বলিয়া উপহাস করিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদের বহু স্থানে দাসদাসীদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে (৭—৮৬, ৭; ৮—৫৬, ৩)। রাজরাজড়া ও বড় লোকদের হাজার

(২) ...the advent of a daughter was not an occasion for rejoicing, rather for general gloom and depression........."the birth of a girl in a family was never popular."—Dr. A. C. Sen, Rigvedic Culture, 247, 369.

"The birth of a daughter is even plainly asked to be averted,"—Vegi & Arroword, Rigveda, 15.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দাস-দাসী থাকিত। সময় সময় তাহারা ঋষিদেরও বহু দাসী দান করিতেন। জনৈক ঋষি রাজা ত্রাস দস্যুর নিকট হইতে ৫০টি 'বধূ' (যুবতী দাসী) প্রাপ্ত হন (৮—১৯, ৩৬)। ইহারা যে উপপত্নী হইয়া হীন জীবন যাপন করিত তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যে সকল রমণী প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলি হইতে ধৃতা বা অন্য উপায়ে আনীতা হইয়া আর্যদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইত, তাহারা স্বভাবতঃই অধীনা হইয়া থাকিত; প্রকৃতপক্ষে তাহারা মানুষের পরিবর্তে অস্থাবর দ্রব্যের ন্যায়ই ব্যবহার পাইত। তাহাদের জীবন ও স্বাধীনতার উপর স্বামীর পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। এমন কি লোকে পাশা খেলায় স্ত্রীকে বাজি রাখিতেও পারিত। ঋগ্বেদে এভাবে সুন্দরী স্ত্রী হারাইয়া এক যুবককে আফসোস করিতে দেখা যায় (১০—৩৪, ২)। বস্তুতঃ সভ্যতার অতি আদিম অবস্থায় স্ত্রীর মর্য্যাদা ছিল নিঃসন্দেহে ক্রীতদাসীর চেয়ে কদাচিৎ উন্নত।(৩) কাজেই পতিভক্তি কিম্বা তৎপ্রতি সদ্ভাব পোষণের দৃষ্টান্ত বিরল। ভার্যারা প্রায়ই কুলটা ও বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া যাইত। প্রতারিত পতিরা আফসোস করিয়া বলিত: "মেয়েদের চিত্ত দুর্দমনীয় (৮—৩৩, ১৭)" "তাহাদের প্রেম চির চঞ্চলা ও হৃদয় সজারুর ন্যায় (১০—৯৫, ১৫)"।

বৈদিক যুগে নৈতিক ধারণা ছিল অমার্জিত ও গর্ভপাত সাধারণ ব্যাপার। এক শ্লোকে আছে, "যে রাক্ষস ভ্রাতা, স্বামী বা প্রেমিকের বেশে তোমার কাছে আসে, অগ্নি তাহাকে নিপাত করুক।" বয়স্থা ও অবিবাহিতা মেয়েরা রিপুর তাড়নায় ও প্রলোভনে পড়িয়া প্রায়ই পাপের পথে নামিত (১—১২৪, ৭; ৪—৫, ১৫; ৮—৩৫, ৫)। উপপতি রাখা ছিল নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার (১—১৩৪, ৩; ৪—৫৭৫; ৯—৩২, ৫; ৩৮, ৪; ৫৬, ৩; ৯৬, ২২; ৯০১, ১২ ইত্যাদি)। খেলায় মত্ত হইলে অন্যান্য লোকে তাহার স্ত্রীকে উপভোগ করে বলিয়া উক্ত পাশা-খেলোয়াড় যুবককে আক্ষেপ করিতে দেখা যায় (১০—৩৪, ৪)। গুপ্ত প্রণয় জাত শিশু বা ভ্রূণ হত্যারও বহু উল্লেখ আছে (২—২৯, ১)। কোথাও বা রমণীর একাধিক ভর্তা থাকিত। এক শ্লোকে দুই ব্যক্তিকে এক রমণীর নিকট যাইতে দেখা যায়। একালের ন্যায় তখনও প্রেমরাজ্যে যথেষ্ট ঈর্ষা ছিল। তৎকালে অনেক সময় পারিবারিক শান্তি চুলায় যাইত। দেবগুরু বৃহস্পতি পর্যন্ত সন্দেহবশে পত্নী জুহুকে ত্যাগ করেন!

গণিকা ব্যতীত সমাজে পেশাদার নর্তকীরও প্রাদুর্ভাব ছিল। লোকের চিত্তাকর্ষণের জন্য তাহারা নগ্নবক্ষে নৃত্য করিত। সুতরাং নগ্নবক্ষ তারকা অভিনব নহে। মেলার সময় স্বামী-স্ত্রী ও যুবক-যুবতীরা খোলা মাঠে নৃত্য করিতে যাইত। যুবকেরা যুবতীদের গলা ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত; ইহা একালের বল (জট-বাঁধা) নৃত্যের পূর্বাভাস (Kegi, 9)। যুবতী (২—৩৬, ১) ও প্রৌঢ়ারা (১—৪৮, ৬) স্বামী সংগ্রহ এবং গণিকারা দু'পয়সা উপার্জনের জন্য মেলায় যাইত (১০—৬৯, ১১; ৭—৯, ৪)। সারা রাত এই মেলা বসিত (১—৪৮, ৬)। ঋগ্বেদের মতে "জায়া দস্তম" অর্থাৎ স্ত্রীই গৃহ (৩—৩৫, ৪)। বৈদিক কবির ধারণা নিঃসন্দেহে উচ্চ (ম্যাকডোনেল), কিন্তু কার্য্যতঃ মেয়েদের অল্পই সম্মানের চক্ষে দেখা হইত। সে ক্ষীণচিত্তা ও গুরুতর কার্য্যের অনুপযুক্তা বলিয়া বিবেচিত হইত। (৪) যৌন ব্যাপারে

(৩) "Women captured in war from rival clans or otherwise forced to matrimonial connexion were necessarily kept in subjection and treated as more like chattels than human beings They were virtually treated as slaves over whose life and liberty their husbands had complete control..... There can be no doubt that in the early stages of civilization, the position of the wife, as a rule, was scarcely better than that of a slave.—No wonder therefore, that she entertained scarcely any love towards her husband and often went astray and proved faithless."—Dr. Abinash Ch. Das. Rigvedic India, 105, 106.

(৪) Petournea, Evolution of marriage, 146,

www.ahlehadeethbd.org

আদৌ সংযম ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া যাইত না। এক শ্লোকে উষাকে বেশ্যার ন্যায় নির্লজ্জভাবে নগ্নবক্ষে নৃত্য করিতে দেখা যায় (১—৯২, ৪)। অন্যত্র দেখা যায় যক্ষ্ম স্বীয় ভ্রাতা যমের সহিত সঙ্গম করার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে; তিনি অস্বীকৃত হইলে দেবতার বিধানের দোহাই পাড়িয়া তাহার উপর চাপ দেওয়া হইতেছে (১০—১০)। আর এক স্থানে পিতা-পুত্রীর সহবাসের উপমা দেওয়া হইয়াছে (১০—৬১, ৭)। বস্তুতঃ ভ্রাতৃবিহার ও পিতৃভজন তখন অজ্ঞাত ছিল না।

কয়েকজন দেবতার পূর্বস্বামী স্বত্বের অধিকার ছিল। ঋগ্বেদের মতে কন্যা হইত প্রথমে সোম তৎপরে গন্ধর্ব ও পরিশেষে অগ্নির পত্নী। মানব তাহার চতুর্থ স্বামী মাত্র (১০—৮৫, ৪০, ৪১)। বেদের ভাষ্যকার সায়ন ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, সঙ্গম বাসনা জন্মিবার পূর্বে সোম বালিকাকে উপভোগ করেন, বাসনা আরম্ভ হওয়া মাত্র গন্ধর্ব তাহাকে ভোগ করেন এবং বিবাহের সময় অগ্নিকে দেন, অগ্নির নিকট হইতে মানুষ ঐশ্বর্য ও পুত্র উৎপাদনের জন্য তাহাকে প্রাপ্ত হয়। স্মৃতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলে: "যোনিদ্বারে লোম নির্গম হইলে খোদ সোম কুমারীকে উপভোগ করেন; তাহার স্তন উঠিলে গন্ধর্ব ও ঋতু হইলে অগ্নি তাহাকে ভোগ করেন।" সুতরাং মানুষ পাইত দেবতাদের উচ্ছিষ্ট মাত্র। বর্তমানে অবশ্য আরও বহু বিষয়ের ন্যায় ইহারও একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। তথাপি ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের নৈতিক অবস্থা যে কতকটা হীন ও শিথিল ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে (দাস)।

লোকে মদ্য (সুরা) পান করিয়া নানা পাপ ও অপরাধ করিত (৭—৮৬, ৬)। ঋষিরা পর্যন্ত নেশায় চুর হইয়া সুন্দরী রমণীর জন্য অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেন (৭—৬৭, ১০, ১১, ১২)। অশিক্ষিত শ্রেণীর সাধারণ মেয়েদের অনেকেই শ্লথ ও অসংযত জীবন যাপন করিত। রাজা, অভিজাত ও নিম্ন শ্রেণীর বহু পত্নীক সংসারে সতীনদের অবস্থা ছিল নিতান্ত শোচনীয়; উপেক্ষিতা পত্নীরা সতীনদের জব্দ ও স্বামীকে বাধ্য করার জন্য যাদুটোনা করিত। ঋগ্বেদে যে স্বল্প সংখ্যক পতিভক্তা, শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণা ও দেবর ননদের প্রতি স্নেহময়ী রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোক। সেই নিরন্তর সংগ্রামের যুগে খেলার রাণী বিষপাব বা মুদগল ঋষির পত্নী ইন্দ্রসেনা যে স্বামীর সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবেন, তাহাতে কোনই বৈচিত্র্য নাই।

কিন্তু আর্যেরা তখন মাত্র সপ্তসিন্ধু বা পাঞ্জাবে বাস করিত। দস্যুদের বাদ দিলে ও ব্যাপক নিরক্ষরতা হিসাবে ধরিলে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্ত মুষ্টিমেয়। ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে কেবল ইহারাই সমাধিকার ভোগ করিতেন। এই সমাজের স্বামীও অপলার ন্যায় বিদুষী পত্নীকে চর্মরোগের জন্য ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই (৮—৯১)।

"পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্যা"—পুত্রের জন্যই বিবাহ। পুত্র না হইলে পুৎ নামক নরক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অপুত্রক রাজারা পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। ইহার অনুষ্ঠান প্রণালী সম্বন্ধে "যজুর্বেদে যে সকল ক্রিয়া কলাপের উল্লেখ আছে, তাহা এত অশ্লীল যে, ভদ্র সমাজে উল্লেখেরও অযোগ্য।" (৫) সংক্ষেপে, রাণী অশ্বলিঙ্গ স্বীয় যোনিতে প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্যে রেতঃ সেক (সেচন) করাইতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল নিতান্ত ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান। সকল রাজার ইহা সম্পাদনের ক্ষমতা ছিল না, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। তাহারা কি করিত? পতিত ও নপুংসক স্বামীরা অন্যের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করাইয়া লইত। (অথর্ববেদ, ৯—৫, ২৭, ২৮)। বিধবারাও দেবরের দ্বারা এভাবে পুত্র উৎপাদন করাইতে পারিত। (ঋগ্বেদ, ১০—৪০, ২)। ইহাকে নিয়োগ প্রথা ও এরূপ পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হইত। ক্ষেত্র যার, পুত্র তার, এই নীতি ছিল এরূপ বিশ্রী ক্রিয়ার ভিত্তি।

(৫) দ্বিজদাস দত্ত এম, এ, ঋগ্বেদ, ২য় ভাগ, ৫৫ পৃঃ।

বিধবারা বিবাহ করিতে পারিত না; পুত্র থাকিলে তাহারা স্বামীর সম্পত্তি পাইত না। সহমরণ প্রথা ছিল অতি ব্যাপক। বৈদিক যুগে মধ্যে মধ্যে সতীদাহ হইত।(৬) ঋগ্বেদে না থাকিলেও অথর্ব বেদে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (১৮—৩, ১)। সেবার জন্য পরলোকেও স্ত্রীর দরকার—এই বিশ্বাসই সম্ভবতঃ এই নিষ্ঠুর প্রথার মূল।

সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঋগ্বেদের আর্য সমাজ কিছুতেই আদর্শ সমাজ ছিল না। কাজেই উহার আশু সংস্কার প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।(৭) অপেক্ষাকৃত ভাল শ্রেণীর আর্যেরা প্রচলিত অনাচারে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়েন। 'দম্পত্য সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত' (সংজ্ঞামপত্যং সুসমমাকৃণ্বযু) করার জন্য একারণেই অগ্নির নিকট লোপামুদ্রার আকুল আবেদন (৫—২৮, ৩)।

পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে (খৃঃ পূঃ ৮০০—৬০০) আর্যেরা পূর্বে বিহার পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ছোটদের শিক্ষার জন্য এই সময় ৩/৪ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লইয়া 'পরিষদ' গঠিত হইত (বৃহদারণ্যক ৬—২), কিন্তু নারী শিক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ তাহাদের জন্য নহে। ঋগ্বেদের ন্যায় মনুসংহিতা ও শুক্রনীতিতে রমণীর কর্তব্যের যে সুদীর্ঘ ফিরিস্তি আছে, তাহাতে লেখাপড়ার নামগন্ধও নাই। এই যুগেও মেয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হইত না, বরং সে কিছু উপার্জন করিলে তাহাও হইত পিতা বা স্বামীর। তাহার নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল না। স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ত্যাজ্য বিড়ের সহিত সে নিজেও হস্তান্তরিত হইত। মালিকী ক্ষমতা না থাকায় তাহার মর্যাদা হ্রাস পায়। পুরুষ আরও স্পষ্ট বাক্যে পুত্র কামনা করিতে থাকে। নারী 'দুঃখের হেতু' ও পুত্র 'সর্বোচ্চ স্বর্গের আদর্শ' বলিয়া অভিহিত হয়। বোধায়ন স্ত্রীকে শুধু 'জ্ঞানহীনা' আখ্যা দিয়া তৃপ্ত হন নাই, দাসদাসী ও বালক বালিকার ন্যায় তাহাদিগকে অর্থাদি ধার দিতেও নিষেধ করিয়াছেন। তদুপরি তিনি "বন্ধ্যা স্ত্রীকে ১০, শুধু কন্যা প্রসবকারিণীকে ১২ ও মৃতবৎসা স্ত্রীকে ১৫টি কশাঘাত এবং কোন্দলপ্রিয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বর্জনের আদেশ দেন; কিন্তু স্ত্রীর স্বামী ত্যাগের কোন বিধান দেন নাই।

দাস দাসী অন্যতম সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অত্রির পুত্রকে ১০,০০০ সালঙ্কারা দাসী বালিকা উপহার দিতে দেখা যায় (৮—২২)। মোটের উপর এ সময় নারীর অবস্থার কিছু অবনতি ঘটে, সমাজের বর্ধিত জটিলতার দরুণ অপরাধ এবং নৈতিক শিথিলতাও বৃদ্ধি পায়।(৮)

শূদ্রযুগে (খৃঃ পূঃ ৬০০—২০০) সংস্কারকেরা এই চরম দুর্নীতির প্রতিকার করিতে গিয়া আর এক চরম পন্থার নির্দেশ দেওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। অশ্বলায়নে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কোন বালিকার আত্মীয়গণকে হত্যা করিয়া তাহার উপর বলাৎকার করিতেছে; ইহাই রাক্ষসবিবাহ। ইহা ছাড়া বশিষ্ঠ ও অংশুভ আসুর (কন্যাক্রয় করিয়া) বিবাহও স্বীকার করিতেন। গৌতম ও বোধায়ন পৈশাচ (বিবেক হারাইয়া বলাৎকার) বিবাহ পর্যন্ত মানিয়া লন। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্ম (পাণিপ্রার্থী ছাত্রকে কন্যাদান) বিবাহ, দৈব (যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণকে সালঙ্কারা কন্যাদান) বিবাহ, আর্ষ (গাভী বা ষাঁড় লইয়া কন্যাদান) বিবাহ ও গান্ধর্ব (প্রেমে পড়িয়া) বিবাহ ছিল সর্বসম্মত বিবাহ। বস্তুতঃ নৈতিকতার দিক দিয়া হিন্দু বিবাহ ছিল বাস্তবিকই অতি নিকৃষ্ট।

(৬) Kaagi & Arroword; 16.

(৭) They are. however, significant, as revealing a far from ideal state of society in Rigvedic times,"—Das, 259.

(৮) "On the whole, there seems to have been some decline in the position of women. ...Generally speaking, the increased complexity of society seems to have been accompanied by an increase of crime and moral lascity."—Cambridge History of India, vol. I, 135.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাতকে দেখা যায়, এক ক্ষত্রিয় তাঁহার দাসীর গর্ভজাত কন্যাকে উচ্চ বংশোদ্ভূত বলিয়া এক রাজার নিকট বিবাহ দানের জন্য তাঁহার সহিত আহারের ভান করিতেছেন। ধর্ম-স্মৃতি ঋতুমতী হওয়ার পূর্বেই মেয়ের বিবাহের বিধান দেন; সূত্র সমূহের মতে সাধারণতঃ বস্ত্র পরিধানের পূর্বে অর্থাৎ নগ্নিকা বিবাহই সঙ্গত, ক্রীতক (ক্রীতপুত্র), স্বয়ংদত্ত (মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অন্যকে পিতা বলিয়া গ্রহণ কারী), কানীন (কুমারীর পুত্র), সহোঢ় (পূর্বে গর্ভবতী হইয়া বিবাহের পরে প্রসূত সন্তান), বিষাদ (শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান) ও পৌর্ণভব (পতি পরিত্যক্তা রমণী বা বিধবার পুনর্বিবাহ জাত সন্তান) পরিবারের লোক বলিয়া স্বীকৃত হইত, কিন্তু পারশব (শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের লালসা জাত সন্তান) স্বীকৃত হইত না (বোধায়ন, ২—২,৩)। ক্ষেত্রজ (বিধবার বা নপুংসক ও রুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রীতে অনুমত্যানুসারে অন্যের উৎপাদিত সন্তান), অপবিদ্ধ (মাতা, পিতা বা উভয়ের পরিত্যক্ত) বা কুড়ান ছেলে, এমনকি গূঢ়জ (নিজ স্ত্রীর ব্যভিচার জাত) পুত্র সন্তান পর্যন্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হইত, কিন্তু কন্যা হইত না। কেবল প্রত্যক্ষ ওয়ারিস, গুরু বা শিষ্যের অভাবেই বেচারী পিতৃসম্পত্তি পাইত। বলা বাহুল্য, এরূপ দৃষ্টান্ত ছিল নিতান্ত বিরল। কেবল মাতার গহনা, যৌতুক প্রভৃতি লইয়াই তাহাকে তৃপ্ত থাকিতে হইত। বিধবারা কখনও স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইত না; এযুগেও তাহারা দেবর সহবাসে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিত (অপস্তম্ভ, ১২—১৪)। কিন্তু বরযাত্রী হইতে পারিত না; কেবল সাধনা যুবতীদেরই এই অধিকার ছিল (সাঙ্খায়ন) নারী নিজে বৈদিক যুগেও শ্রৌত বা গৃহ পূজা দিতে পারিত না, গৌতমের মতে পূজা বা উত্তরাধিকারিত্ব—কোন বিষয়ে রমনীর স্বাধীনতা নাই (১৮—১)। বোধায়নেরও ইহাই মত (২—২,৩,৪৪), নারী ছিল সম্পত্তি ও সাধারণ নিয়মের অধীনা। নারী, সীমা, উন্মুক্ত বা সীল মোহর দ্বারা গচ্ছিত দ্রব্য এবং না বালক বা শিক্ষিত পুরোহিতের সম্পত্তি ব্যবহারে নষ্ট হয় না। ইহাই শাস্ত্রের বিধি (বশিষ্ঠ, ১৬—১৮) "জন্তু, জমি ও রমণী অন্যের দখলে গেলেও তাহাতে মালিকের স্বত্ব নষ্ট হয় না (গৌতম, ১২)।" (৯) রমেশ বাবুর মতে এখানে 'নারী' শব্দে দাসী বুঝায়। কিন্তু এরূপ মনগড়া অর্থের সমর্থনে তিনি কোন প্রাচীন ভাষ্যকারের বরাত দিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া দাসীরাও ত নারী।

সূত্রকারেরা যেমন নারীকে জন্তু ও স্থাবর অস্থাবর দ্রব্যের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, কৌলিল্য (খৃঃ পূঃ ৩০০) তেমনি তাহাদিগকে হিংস্র পশুর দলে ফেলিয়া কোন সময়ের জন্যও বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

"নদীনাঞ্চ, নখিনাঞ্চ, শৃঙ্গিনাং, শস্ত্র পাণিনাম
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যো স্ত্রীষু রাজকুলেষ চ"

—নদী, নখরধারী ও শৃঙ্গ ধারী জন্তু, সশস্ত্র লোক, স্ত্রী ও রাজপুরুষকে কদাপি বিশ্বাস করিতে নাই।

সর্বশেষ সূত্রগুলিও—রামায়ণ মহা ভারত সম্ভবতঃ এই যুগের (খৃঃ পূঃ ৪০০—২০০) রচনা। তবে পুরাণের মতে কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধ হয় প্রাথমিক ব্রাহ্মণ যুগে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে আর রামায়ণের কাহিনীর সৃষ্টি সম্ভবতঃ পরবর্তী ব্রাহ্মণ যুগে। এই সময়েও আমরা রাজপরিবারের যোদ্ধাগণকে পররাজ্য লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও রমণীর উপর বলাৎকার করিতে দেখিতে পাই।

(৯) "Women may not on their own account alter either the vedic srauta sacrifices or Griha sacrifices. ...A woman is not independent either in respect of sacrifice or of inheritance...Woman are property and come under the general rule of pledge....Women ...are not lost by being enjoyed by others." Cambridge History of India, vol. I, 247.

www.ahlehadeethbd.org

নারী ধর্ষণের (অহল্যা, অরজা, মমতা, রম্ভা প্রভৃতির) ন্যায় নারীহরণ (সীতা; রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণে নারীগণ ইত্যাদি), নারীর অপমান (কৌরব-সভা ও বিরাট পরিবারে দ্রৌপদী), অপুত্রক সাধনা ও বিধবা নারী, এমনকি ক্রীত দাসীতে পর পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদনে (পাণ্ডু, পাণ্ডব, বিদুর, অশ্মক, বলি রাজার একাদশ পুত্র ইত্যাদি), এমনকি গুরুপত্নীগণ কর্তৃক শিষ্যকে (যথা, বেদের পত্নিগণ কর্তৃক উতঙ্ককে) পতির অনুপস্থিতিতে ঋতুরক্ষার অনুরোধ, শর্তিয়া ও সাময়িক বিবাহ (সাংগুমু ও গঙ্গ, জরুৎকারু ও জরুৎকারী প্রভৃতি), সামান্য কারণে স্ত্রী ত্যাগ (যথা, সূর্য্যাস্তে নিদ্রাভঙ্গ করায় জরুৎকারী ত্যাগ), দাসী বা উপপত্নী উপভোগ (যথা, যযাতির শর্মিষ্ঠা), কুমারী পুত্র (কর্ণ, বেদব্যাস ইত্যাদি), কল্পনাতীত ব্যভিচার (গুরু পত্নী অহল্যার সহিত ইন্দ্রের, সূর্যের সহিত কুন্তীর ইত্যাদি), বৃদ্ধ পিতা বর্জন (দীর্ঘতমাকে বন্ধন পূর্বক নদীজলে নিক্ষেপ), সন্তান নিক্ষেপ (কর্ণ, সীতা, শকুন্তলা অষ্ট বসু প্রভৃতি), ঋষি (যথা ঋষ্য শৃঙ্গমুনি) প্রভৃতিকে প্রলুব্ধ করিতে বেশ্যা নিয়োগ (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১০—৫) প্রভৃতি অসংখ্য নিষ্ঠুর ও জঘন্য ব্যাপার সে যুগের ভীষণ দুর্নীতি ও নারী জাতির হীনতা প্রমাণিত করে। সূর্য্যদেব যে ভাবে (কাকুতি মিনতি ব্যর্থ হইলে অভিশাপের ভয় দেখাইয়া) কুমারী কুন্তীকে দেহ দানে প্রলুব্ধ করেন, তাহা দেবতাকেই মানায় বটে! উভয় কাব্যই যৌন তত্ত্বে এত ভরপুর যে, মনে হয়, ইহাই ছিল সেকালের লোকের আহারে-বিহারে-শয়নে-স্বপনে একমাত্র চিন্তা; বিচিত্রবীর্য প্রভৃতি কেহ কেহ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার ফলে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করিতেন। এযুগেও পরপুরুষের দ্বারা পুত্র জন্মাইবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ভীষ্ম অপুত্রক সত্যবতীকে উপদেশ দেন: কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে ধনদানে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে আনয়ন করুন (মহা ভারত, আদি পর্ব, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

আমি ইসলামের খাদেম

—মোজাম্মেল হক বি, কম

আমি মুসলিম নেতা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের,
আমি যুগ প্রতিনিধি তৌহিদ মন্ত্রের।
গড়িব হেথায় ইসলামী খেলাফত,
দেখাব সবায় আল্লার খাঁটিপথ।

ইসলাম ছাড়া এ প্রচার সুখ সবই মিছে
যেথা খুশী চল, ইসলাম যেন চলে পিছে।
মন যাহা চায়—দ্বিধাহীন কর সেই কাম
অনুরোধ মোর ; কভু নাহি ছাড় ইসলাম।

আমি চাই যত দীন গরীবের কল্যাণ,
আল্লার পথে বিলায়েছি মোর ধনপ্রাণ।
তকলিফ করে দূরে বহুদূরে উড়ে যাই
ইতিহাসে হেন খেদমত কভু দেখি নাই।

আল্লাহ হলেন রাজ্জাক রাজ্জাক,
তবে লোক যদি বাড়ে কি খেয়ে বাঁচিবে জান ?
এ মহান কাজে চাই বুদ্ধিদীপ্ত দিল
রাজ্জাক তিনি ভুল নাই এতে এক তিল।

আল কুরআন বেশক আল্লার বাণী—
এলাহি কালাম পুণ্যের মহা খনি।
পূব পশ্চিম ভাণ্ডার খুলিয়াছে আজ
নীতি আনিয়া গড়িব ইসলামী সমাজ।

সুদ খাবে নাকো এটা ইসলামে মানা,
ইন্টারেষ্ট বোনাচ মুনাফা খাও নাই গোনা।
সৌধ রচেছি, প্রণয়ের লাগি, জেনা করা বদকাম
নাচে ও গানে ফুটাইয়া তোল ইসলাম।

www.ahlehadeethbd.org

মূল : এ, কে, ব্রোহী
অনুবাদ : এস, আঃ মান্নান

"মানবীয় ইতিহাসের উপর পাক কুরআনের প্রভাব"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে ধারাবাহিক সূত্রে পয়গম্বরদের নিকট 'ওহী' নাজেল হইয়াছে, ঐ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর দ্বারা। এই ভাবে 'ওহী'র পরিসমাপ্তি ঘটার ব্যাপারে ইহাই প্রমণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম মানুষের শিক্ষাদানের পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছে। মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে এবং ঐ ক্রমবিকাশের সাক্ষী সে নিজেই। ভিন্ন ভিন্ন পয়গম্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন "বাণী" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাববাণীর বিভিন্নতার কারণ এই যে, তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তন ধারার ফলে মানব সমাজের ক্রম-বিকাশের বিভিন্নতায় এই প্রণালীতেই মানুষের ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। "ইসলাম"এ আসিয়া ধর্ম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই কথাটা অন্যভাবে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইসলামের মধ্যবর্তিতায় 'ওহী'র পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং 'ওহী' দ্বারা প্রাপ্ত সত্যকে রূপায়িত করার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই কারণেই পূর্ববর্তী যুগের ধর্মগ্রন্থে ইসলাম ধর্মের (সর্বশেষ সার্বজনীন) নবীর (দঃ) উল্লেখ রহিয়াছে। বাইবেল পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে আমার বলার বহু কথাই রহিয়াছে, কিন্তু তাহা তোমরা এখন বরদাশত করিতে পারিবে না ...তিনি তোমাদিগকে খাঁটি সত্যপথে পরিচালিত করিবেন ; কারণ তিনি নিজ হইতে কিছুই বলিবেন না, যাহা কিছু তিনি (ওহীযোগে) প্রাপ্ত হইবেন তাহাই তিনি বলিবেন। [যোহন লিখিত সুসমাচার, ১৬শ অধ্যায়, ১২—১৩ নং বাক্য]। পাক কুরআন এই কথার 'তসদিক' করিয়াছে; বলা হইয়াছে—"মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) বলিলেন, "হে ইসরাইল সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লার নবী, আমার সম্মুখে যে 'তওরাত' রহিয়াছে উহার সত্যতা আমি 'তসদিক' করিতেছি এবং আরও সুসংবাদ দিতেছি এমন এক পয়গম্বরের যিনি আমার পর আগমন করিবেন এবং তাঁহার নাম 'আহমদ'।"

উহাই হইতেছে ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাসের জিনিষ, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, নবী মোস্তফা (দঃ) হইতেছেন শেষ পয়গম্বর। অতএব পাক কুরআন হইতেছে সর্বশেষ ঐশী—'ভাববাণী'। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর পর 'ওহী' আগমনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে। ইসলামের আগমন দ্বারা মানব সমাজের 'বালেগ' অবস্থার সূচনা হইয়াছে। এই পবিত্র গ্রন্থ যে পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন এবং বিশেষ বিনয়ের সঙ্গেই আমি এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাইতেছি এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া যে, আমার এই আলোচনা তাঁহাদের জন্য ফলপ্রসূ হইবে যাঁহারা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্বাস করেন যে, কুরআনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানব সমাজের নৈতিক ও মানসিক পুনর্গঠনের পথ প্রস্তুতকরণ।

কুরআন দাবী করিয়াছে যে, উহা 'হেদায়ত' এর গ্রন্থ; আর এই দাবীই একথার প্রমাণ যে, উহা বাইবেল পুরাতন নিয়মে বর্ণিত 'দশ আদেশের' গ্রন্থ নয়। উহাতে পয়গম্বর সাহেবকে বলা হইয়াছে যে, তিনি যেন জনগণকে পবিত্র করেন, তাহাদিগকে 'কেতাব' শিক্ষা দেন এবং তাহাদিগকে জ্ঞানদান করেন। [সূরা বকরের ১২৯ ও ১৫১ আয়াৎ এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৩ ও ৬২ আয়াত] তাঁহার উপর ন্যাস্ত হইয়াছিল জনগণকে সাধন করা ও পরিচালিত করার দায়িত্ব। নিঃসন্দেহে কুরআনে সৎ এবং অসৎ এর মধ্যে একটিকে বাছিয়া লওয়ার পুরা দায়িত্ব মানুষের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, "আমরা কি তোমাকে ২টি পথ প্রদর্শন করি নাই?"—সহজসাধ্য পথ ও কঠিন পথ। কুরআনে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের স্বীয় প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে আর কিছুই তাহার নিজস্ব নয়; এবং সে এই দুনিয়ায় এই জীবনে যাহা কিছু করিবে তদ্বারাই তাহার বিচার করা হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, কুরআনের মতে মানুষ এমন সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে যে, 'ভাল' ও 'মন্দ' এর ১টিকে বাছিয়া লইতে সে সমর্থ। কুরআনকে বলা হয় 'ফুরকান'—তার মানে এই যে, এই গ্রন্থ মূল্যমান যাচাই করার ব্যাপারে সহায়তা প্রদানকারী—উহার সহায়তায় আমরা বিচার করিতে পারিব যে, কোন্ বস্তু নিকৃষ্ট, কোন্‌টি নিকৃষ্টতর ও কোন্‌টি নিকৃষ্টতম; অনুরূপভাবে ইহাও বিচার করিয়া বলিতে পারিব যে, কি উৎকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্টতর ও কি উৎকৃষ্টতম। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে মানুষ ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে সমর্থ সেই মানুষকে উদ্দেশ্য করিয়াই কুরআন নিজ বাণী প্রচার করিয়াছে।

(২)

কুরআনের শিক্ষা যে বর্তমান জগতের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য্য তাহা প্রমাণ করার অন্যতম উপায় হইতেছে হাল জামানার "আদর্শ" ও "মূল্যমান" গুলির একটার পর একটার যাচাই করিয়া দেখা এবং এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করা: ঐ সব আদর্শ ও মূল্যমানের উৎস কোথায়? কোথা হইতে তাহাদের উদ্ভব? এই ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করা দরকার যে, ঐ সমস্ত আদর্শ ও ও মূল্যমান ইসলাম-পূর্ব ধর্মগুলি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল কিনা, কিংবা ঐগুলি পালন করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিনা। এই আলোচনার ফলে যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হই যে, যে-আদর্শ ও মূল্যমানগুলিকে বর্তমান সভ্য ও শিক্ষিত জগৎ গ্রহণ করিয়াছে, সেগুলি সর্ব প্রথম ইসলামই প্রকাশ করিয়াছে, এবং ১৪শ শতাব্দীর পরও ঐ গুলি অন্ততঃ নীতিগতভাবে অব্যাহত রহিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই কুরআনের এই দাবী প্রমাণিত হইবে যে, আজও একমাত্র কুরআনই গ্রহণযোগ্য ভাববাণী। আর যদি দেখা যায় যে যাহা কুরআন প্রচার করিয়াছে এবং পালনের জন্য তাগিদ দিয়াছে তাহা বর্তমান সভ্য ও বিদগ্ধ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তদস্থলে নূতন "আদর্শ" ও নূতন "মূল্যমান" প্রবর্তন করিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, গ্রন্থ হিসাবে কুরআন একটা সাময়িক পুস্তক এবং

Contents

উহার বাণীগুলি ,'সেকেলে" ও আজিকার দিনে অচল।

যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, বর্তমান বিদগ্ধ মানব সমাজ কর্তৃক গৃহীত 'মূল্যমান"গুলি কি কি, তাহা হইলে আমি নিম্নলিখিতগুলিকে উহাদের গুরুত্ব অনুযায়ী পর পর পেশ করিব—

(১) মানুষের সাম্য, মর্য্যাদা ও ভ্রাতৃত্ব।

(২) বিশ্বজনীন শিক্ষার মূল্য; স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপও উহার সহিত বিজড়িত।

(৩) ধর্মীয় পরমত সহিষ্ণুতা।

(৪) নারী সমাজের মুক্তি ও অধ্যাত্মিক দিক দিয়া পুরুষ সমাজের সমান মর্য্যাদা প্রদান।

(৫) দাসত্ব ও সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান।

(৬) দৈহিক শ্রমের মর্যাদা।

(৭) মানুষের জাতিগত ও বর্ণগত বিভেদ অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানব সমাজকে এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা। [অন্য কথায় বলা যায়— নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানব সমাজের একত্রীকরণের প্রোগ্রাম।]

(৮) উচ্চ বর্ণ, ধন দৌলত প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া যে অহমিকা গড়িয়া উঠিয়াছে, তার নস্যাৎকরণ; এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সমাজ গঠন।

(৯) সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারত্যাগী মনোভাব-জাত—"দর্শন" এর বর্জন।

উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুকে কার্য্যে রূপায়িত করার মহান ও বীরোচিত প্রচেষ্টায় বর্তমান মানুষ লিপ্ত। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, উহার প্রত্যেকটীই কুরআন কর্তৃক তাকীদ সহকারে প্রচারিত এবং পয়গম্বর (দঃ) সাহেবের জীবনে বাস্তবাকারে রূপায়িত।

ইসলামের নবী (দঃ) মানবীয় রীতি নীতির দিক দিয়া আদর্শ স্থানীয়; কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে "মানব-পয়গম্বর"। কুরআনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে দিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি অন্যান্যের মত একজন মানুষ; কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, তিনি পবিত্র আত্মা জিবরাইলের মধ্যস্থতায় 'ওহী' পাইয়া থাকেন। তিনিই একমাত্র পয়গম্বর যিনি "মোজেজা" প্রদর্শনে শুধু যে আগ্রহী ছিলেন না, তাই নয়, বরং বলা যাইতে পারে যে, মোজেজা প্রদর্শন না করার মধ্যেই তাঁহার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। তিনি কখনই নিজেকে ঐশী শক্তি-জাত বলিয়া দাবী করেন নাই। নিজেকে একজন মানুষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সমগ্র জীবন ব্যাপী তিনি সৎ ও আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত নৈতিকতার সুউচ্চ মান সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সদা সচেতন; এবং সুউচ্চ মানবীয় মর্য্যাদার সহিত তাঁহার সমস্ত কার্য্য-প্রচেষ্টা ছিল নিয়োজিত। তিনি ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা, নিপুণ সৈনিক, প্রেম-পরায়ণ স্বামী, বিশ্বস্ত সুহৃদ ও জ্ঞানী প্রশাসক। তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী দিকই ছিল মহিমান্বিত; পার্থিব কোন দিকই তাঁহার নবী জীবনের আওতার বাহিরে ছিলনা। সমগ্র দুনিয়াই ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে প্রার্থনার 'জায়নামাজ' স্বরূপ। "আজমীর" উপর আরববাসীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং আরববাসীর উপর "আজমী"দের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি মানবাত্মার মহত্বের গুণগ্রাম সম্বন্ধে একটীমাত্র সুউচ্চ মাপকাঠি মানিতেন আর সে মাপকাঠি হইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষের মানসিক ভাবধারার উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং "আদল" ও "ইনসাফ" প্রতিষ্ঠায় তার ক্ষমতা। যখন সমগ্র আরবভূমি তাঁহার পদানত ও তাঁহার শাসনাধীন তখনও তিনি তাঁহার জীবনের প্রথমভাগের সেই সরলতা হইতে একটুকুও বিচ্যুত হন নাই। জীবনকে সুন্দর-ভাবে উপভোগ করার উপকরণ যে সব ব্যক্তির ছিল না, তাহাদের সেই অভাব পূরণকে তিনি যেমন নিজের কর্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তেমনই তাঁহার সহচর-বৃন্দকেও সেইভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এমনভাবে দান কর যেন যাহা তুমি তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রদান করিতেছ তাহা তোমার বাম হস্ত টের না পায়।" সংসার পরিত্যাগ করিতে তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে নিষেধ করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'লা সর্বস্থানেই "হাজের" ও "নাজের" আছেন; পৃথিবী হইতেছে বহু বিস্তৃত এবং মানুষ যখানেই অবস্থান করুক সেখান হইতেই মানুষ তার স্রষ্টার অর্চনা করিতে পারে।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কুরআন যে প্রকার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে তাহা এত সুস্পষ্ট যে, উহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কুরআনের সূচনাই হইয়াছে 'পাঠ কর' এই আদেশ প্রদানের মধ্যবর্তীতায়। বলা হইয়াছে—"পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন 'আলাক' হইতে। [সূরা আলাক ১ ও ২ নং আয়াৎ] আরও বলা হইয়াছে "পাঠ কর, তোমার করুণাময় প্রভু মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়াছেন।" [ঐ ৩ ও ৪ নং আয়াৎ] কালি, কলম ও উহাদের দ্বারা যাহা লিখিত হয় তাহার উপর মহা গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। [সূরা কলম ১ আয়াৎ] চিন্তা করা, অনুধাবন করা, প্রণিধান করা, মর্ম অনুধাবন করা প্রভৃতির প্রতি পুনঃ পুনঃ তাগিদ করা হইয়াছে। হয়ত একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, সমগ্র গ্রন্থটি হইতেছে 'প্রকৃতির গ্রন্থ' পাঠের জন্য যে মৌলিক উপায় ও কলা কৌশলের দরকার তারই বর্ণনা। এবং মানুষের নিজের অভ্যন্তরে যে ঐশী নিদর্শন রহিয়াছে তাই সাক্ষীস্বরূপ পরিদর্শন করার ও অনুধাবন করার তাকীদও উহাতে রহিয়াছে। কত বিভিন্ন দফায় না কুরআন প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছে! ইহাতে 'চ্যালেঞ্জ' প্রদান করা হইয়াছে যে, প্রকৃতির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আমরা কোন দোষ বা ত্রুটী আবিষ্কার করিতে পারি কি না? মাত্র একবারই বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া বরং আমাদিগকে আহ্বান জানান হইয়াছে যে, আমরা যেন পুনরায় আর একবার ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমাদিগকে বলা হইয়াছে "নিশ্চয়ই তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তোমরা মহাপ্রভুর সৃষ্টির মধ্যে কোন খুঁৎ দেখিতে পাইবে না।" [সূরা মূলক ৩ ও ৪ আয়াৎ] উহাতে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির পরিবর্তন-শীল ঘটনাবলীর মধ্য যে একটা সৌকর্য ও সাম্য রহিয়াছে তাহা যেন আমরা নিরীক্ষণ করি, আমরা যেন দিবা ও রাত্রির পরম্পরা দর্শন করি; উহারা যেন একে অপরকে অনুসরণ করিতেছে। বৃষ্টি ধারার মাধ্যমে মৃত জমি কিভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে তার প্রতি দৃষ্টি প্রদানের জন্যও আমাদিগকে আহ্বান জানান হইয়াছে। আমাদিগকে বলা হইয়াছে, যেন আমরা ঋতুর পরিবর্তন লক্ষ্য করি। চন্দ্র-সূর্য্যকে অবলোকন করি এবং দেখি যে, উহারা কিভাবে নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআনের ১৩শ অধ্যায়ের ৩ ও ৪ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির রাজ্যে এমন সব নিদর্শন রহিয়াছে যাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার বিষয়বস্তু। কুরআনের মোহকরী ভাষায় বলা হইয়াছে, "তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন; উহার মধ্যে দৃঢ় পর্বতমালা ও নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত ফলকেই তিনি জোড়ায় জোড়ায় নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যার ফলে রাত্রি দিবসকে আবৃত করে। নিশ্চয়ই এ সবের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার চিহ্নসমূহ রহিয়াছে এবং পৃথিবীর মধ্যে ভূমির পর ভূমি পাশাপাশি বিন্যস্ত রহিয়াছে, (আরও আছে) দ্রাক্ষা কানন ও শস্য এবং তাল-জাতীয় বৃক্ষ, এক মূল বিশিষ্ট বা বহুমূলবিশিষ্ট; যদিও তাহারা একই পানিতে সিক্ত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিকে অপর হইতে ফলের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় এ সবের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য চিন্তা করার নিদর্শন সমূহ রহিয়াছে।"

এইভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে নিরীক্ষণ করা এবং উহার অন্তর্নিহিত কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার জন্য কুরআনে যে ভাবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানান হইয়াছে উহার ফলে আরবী মেরা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কারের ব্যাপারে পথিকৃত এর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক মানবীয় কৃষ্টির ঐতিহাসিকগণ একথা বুঝাইতে খুবই কোশেশ করিতেছেন যে, আরবীয় বিজ্ঞান বলিতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তাঁহাদের প্রচেষ্টা হইতেছে, প্রাচীন গ্রীকগণই নাকি আমাদের জন্য ঐ সব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন!

পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার নৈতিক ও বোধীগত যে অপূর্ব বিকাশ সাধন হইয়াছে তার মূলে রহিয়াছে এমন একটি ভিত্তি যার কথা ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই উল্লেখ করেন না। ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, বলিতে গেলে, 'প্রোটেষ্ট্যাণ্ট' মতবাদের উদ্ভবের পর, অবশ্য আজকাল ইউরোপীয় বালক-বালিকাকে তাদের প্রাথমিক স্কুলেই একথা তালিম দেওয়া হয় যে, ইউরোপে যে 'ধর্মসংস্কার' (Reformation) ঘটিয়াছে, উহার মূলে রহিয়াছে 'রেনেসাঁ' (Renaissance); এবং এই রেনাসাঁর উৎপত্তি হইয়াছে তুর্কীগণ কর্তৃক কনষ্টান্টিনোপল নগরী আবিষ্কারের পর যখন বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনরাবির্ভাব ঘটে। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই যেন ইউরোপের অন্ধকার যুগের (Dark Age) পরিসমাপ্তি ঘটে এবং জ্ঞানালোকের ঝলকানি শুরু হইয়া যায়।

সভ্যতাগর্বী ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উদারনৈতিক শিক্ষার (Liberal Education) নামে এই সবই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই 'রেনাসাঁর' উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি অসত্য কারণ আবিষ্কার করা হয় এবং এখনও নূতন নূতন কারণ এইভাবে আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ধারায় রবার্ট ব্রিফোঁ (Robert Briffault) তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে:

"আরবীয় ও মুর কালচারের অভ্যুদয়ের প্রভাব হইতেই ইউরোপীয় রেনেসাঁর উৎপত্তি: এবং উহা ঘটিয়াছে ১৫শ শতাব্দীতে। নব ইউরোপের জন্মভূমি হইতেছে স্পেন, ইটালী নহে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রহীম বিএ, বি-এল বিটি ॥

তাসাওউফ ও তার পাক-ভারতীয় অধ্যায়

(এক)

তাসাওউফের গোড়ার দুটি কথা—হিজরী প্রথম দুই শতাব্দী ধ'রে মুসলিম সমাজে যে কয়েকটি বিশিষ্ট সম্মানসূচক পদবী ইসলামী শাস্ত্রসমূহে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত ও প্রচলিত ছিল তা হ'চ্ছে 'সাহাবী, 'তাবি'ঈ' ও তাবি'-তাবি'ঈ। কাজেই ঐ দুই শতাব্দীতে সূফী শব্দের প্রচলনের কোন ধারণাই করা যায় না। তারপর, তৃতীয় শতাব্দীতে যখন তাবি' তাবি'ঈনের যমানা খতম হ'য়ে যায় তখন ইসলামী শাস্ত্রসমূহের বিশিষ্ট আলিমগণের জন্য শায়খ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকীহ প্রভৃতি পরিভাষার এবং বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণদের জন্য 'যাহিদ', 'আরিফ, অলী (wali) প্রভৃতি পরিভাষার প্রচলন আরম্ভ হয়। আবার এই বিভাগগুলোর যে কোন বিভাগের আলিম ও ধর্মপরায়ণদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন তাঁর জন্য 'ইমাম' পরিভাষাটিও ব্যবহৃত হ'তে থাকে। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ধর্মপরায়ণের পদবী হিসেবে 'সূফী' পরিভাষার প্রচলনও হয়নি এবং 'তাসাওউফ' নামে কোন শাস্ত্রেরও উদ্ভব হয় নি। এর প্রমাণ এই যে, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হাদীসগ্রন্থগুলোর মধ্যে শব্দ দুটোর উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে সূফী পরিভাষাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে সেই অর্থ প্রথম চার শতাব্দীতে প্রকাশ করা হ'ত

ইউরোপ ক্রমশঃ পতনের নিম্নস্তরে নামিতে নামিতে একেবারে বর্বরতার স্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; পতন ও অজ্ঞানতার গভীরতম অন্ধকারে উহা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল; আর সেই সময় মুসলিম জগতের বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, টলেডো প্রভৃতি নগরী জ্ঞানচর্চার ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সব স্থানেই অভ্যুত্থান করিয়াছিল এক নূতন প্রাণ, যাহা পরবর্তীকালে মানবীয় বিবর্তনের (Human Evolution) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যে সময় হইতে ঐ কৃষ্টির প্রভাব ইউরোপে অনুভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় হইতেই নব জীবনের স্পন্দনও শুরু হইয়াছে।

"ইহা খুবই সম্ভব যে, আরবীয়দের ছাড়া ইউরোপীয় সভ্যতার মোটেই উদ্ভবই ঘটিত না। ইহা একেবারেই সুনিশ্চিত যে, তাহাদের প্রভাব ছাড়া ইউরোপীয় সভ্যতা বর্তমানের রূপই পরিগ্রহ করিতে পারিত না—যে-রূপ পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলির স্তরগুলিকে অতিক্রম করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার এমন কোন দিক নাই যাতে আমরা ইসলামের প্রবল প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে না পাই। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্র হইতে উহা খুব বেশী করিয়া স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা বলি 'প্রকৃতি বিজ্ঞান' ও 'বৈজ্ঞানিক মনোভাব' আর এই দুইটিই হইতেছে 'বর্তমান জগৎ' এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং উহার মৌল ভিত্তিভূমি। [The Making of Humanity পৃষ্ঠা ১৮৮—৯০]

—ক্রমশ:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবিদ, যাহিদ, আরিফ, অলী প্রভৃতি শব্দযোগে। এমন কি, হিজরী সপ্তম শতাব্দীতেও শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রওয়ার্দী (জন্ম হিঃ ৫৩৯—মৃত্যু হিঃ ৬৩২) তাঁর আওয়ারিফুল্-মা'আরিফ ('Awarif al-Ma'arif' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'সূফী', 'তাসাওউফ' প্রভৃতি শব্দগুলোর পারিভাষিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেও তাঁরই সম-সাময়িক সূফীপ্রবর শায়খ ফরীদুদ্দীন 'আত্তার সূফীদের যে জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে 'সূফী' পরিভাষাটি বারংবার ব্যবহার করা সত্ত্বেও গ্রন্থটীর নাম 'তায্‌কিরাতুস্ সূফীয়া' না রে'খে তায্‌কিরাতুল্ আওলিয়া রাখেন। এই নামকরণ থেকেও এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীতেও 'সূফী' শব্দটি বিশিষ্ট মণ্ডলীর (circle) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। অষ্টম শতাব্দীর জগৎ বিখ্যাত ভাষাবিদ মজদুদ্দীন ফীরোযাবাদীর (জন্ম হিঃ ৭২৭—মৃঃ হিঃ ৮১৫) সুবিখ্যাত 'কামূস' অভিধান গ্রন্থে 'সূফী' ও তাসাওউফ' শব্দগুলি না থাকার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই। শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রওয়ার্দীর পূর্ব ইমাম গাযালী (জন্ম হিঃ ৪৫০—মৃঃ হিঃ ৫০৫) 'ইহ্‌য়া'উ 'উলূমিদ্দীন (Ihya' 'Ulum al-Din) ও 'কীমীয়ায়ে সা'আদৎ' (Kimiya'e Sa'adat) নামে যে গ্রন্থ দুটি রচনা করেন তাতে প্রধানতঃ তাসাওউফ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুগুলোর আলোচনা করা হ'য়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে তাসাওউফকে একটি শাস্ত্রের রূপ দান করা হয় নি। বস্তুতঃ শায়খ সুহ্‌রওয়ার্দীর আওয়ারিফ গ্রন্থেই 'তাসাওউফ'কে একটি শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হয়।

ইমাম কুশায়রী নামে খ্যাত খুরাসানের শায়খ আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইব্‌ন হাওাযিন নাইসাপুরী সূফী (জন্ম হিঃ ৩৭৬—মৃত্যু হিঃ ৪৬৫) যে পুস্তকটি হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে ৪৩৮ সনে 'আর্ রিসালাতু ইলা জামা'আতিস্ সূফীয়া ফী বুলদানিল্ ইসলাম' নামে রচনা করেন এবং যাহা পরবর্তীকালে সংক্ষেপে 'আর্-রিসালাতুল্ কুশায়রীয়াহ্' নামে পরিচিত হয়, সেই পুস্তকে গ্রন্থকার বলেন যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই খাঁটি আবিদ যাহিদগণ সূফী নামে পরিচিত হইতে থাকেন। তাঁহার এই উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া সূফীতত্ত্বের প্রাচীনতা প্রমাণে অতি-উৎসাহী দলটি দাবী করেন যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতেই তাসাওউফ শাস্ত্র প্রচলিত হয়। উক্ত পুস্তকটি আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতেও পাইলাম না এবং ঢাকা আলীয়া মাদ্‌রাসার কুতুবখানাতেও পাইলাম না। অগত্যা এই সম্পর্কে 'ব্রাউন' তাঁহার A Literary History of Persia, Vol. 1 গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় যে অনুবাদ দিয়াছেন এবং সম্প্রতি করাচী হইতে প্রকাশিত 'আল-বালাগ' মাসিক পত্রিকাতে উর্দূ ভাষায় যে উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে এইরূপ কোন দাবী সমর্থিত হয় না। তাহা হইতে কেবলমাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে, "হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই বহু কপট ভণ্ড লোক নিজেদের আবিদ যাহিদ বলিয়া দাবী করিত। তখন খাঁটি আবিদ যাহিদগণ এমন কৃচ্ছ সাধনা ও কর্মপন্থাকে আবিদ যাহিদের জন্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া ঘোষণা করেন যাহা ভণ্ডদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের এই নূতন কর্মপন্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা আবিদ যাহিদ স্থলে সূফী বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থকেন। তাঁহাদের কর্মপন্থার মধ্যে সর্বপ্রধান বিষয় ছিল (ক) চরম নিষ্ঠা সহকারে শারী'আতের বিধি নিষেধ পালন এবং (খ) পার্থিব বিষয় আশয়ে অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা।" (১)

কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের সহিত 'সূফী' নামে পরিচিত হইবার কোনই সম্পর্ক নাই। কাজেই গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে যাহা বলেন নাই তাহা হইবে এই :

ইমাম কুশায়রীর উক্তি অনুযায়ী খাঁটি যাহিদের পরিচয় এই যে, তিনি একমাত্র আল্লার আদেশ পালনে তন্ময় থাকিবেন এবং দুনয়ার প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছাড়া যাবতীয় আস্বাদ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবেন। রকমারী পোষাক পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাদ্যাদি গ্রহণ যুহ্‌দ এর পরিপন্থী। কৃচ্ছ্রসাধনাই হইতেছে 'যুহ্‌দ' এর মূলমন্ত্র। পরিচ্ছদ হিসাবে পশমী বস্ত্র ব্যবহার করা কৃচ্ছ্র সাধনার সমধিক সহায়ক হয়। কারণ পশমী বস্ত্রে সহজে ময়লা ধরে না এবং উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য বিশেষ ধোয়া-কাঁচার প্রয়োজন হয় না। তদুপরি ভণ্ডদের পক্ষে উহা পরিধান করা বিশেষ আরামদায়কও নয়। তাই খাঁটি যাহিদ গণ তাঁহাদের দলকে ভণ্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্য পশমী বস্ত্র ব্যবহার ঐ সময় হইতেই অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাই তাঁহাদের সূফী নামে পরিচিত হওয়ার একমাত্র সংগত কারণ হইতে পারে। তারপর ইহা সর্ববাদী-সম্মত সত্য যে, সূফীগণ স্বভাবতঃ বিশ্বাস-প্রবণ ; তাঁহারা কোন বিষয়ের যথার্থতা নির্ণয় করিবার জন্য খুব কমই যুক্তি প্রমাণের আশ্রয় লইয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের এক দল বলেন যে, ইহা সফা (আন্তরিকতা) হইতে গঠিত। আবার এক দল বলেন যে, ইহা 'আহ্‌লুস্‌-সুফ্‌ফাহ্‌' হইতে গৃহীত। কিন্তু এই দুইটি উক্তিই আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া অবশ্য প্রত্যাখ্যাত হইবে। কাজেই 'সূফী' এর অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানকারী হওয়াই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত।

ফল কথা পূর্বে বর্তমানে প্রচলিত তাসাওউফ শাস্ত্রের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। পূর্বে যাহা প্রচলিত ছিল তাহা ছিল 'যুহ্‌দ' ও 'তাকওয়া'।

'তাসাওউফ' শাস্ত্রের সংজ্ঞা—'তাসাওউফ' ও 'সূফী' পরিভাষা দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় ও নির্ধারণ প্রসঙ্গে 'আওয়ারিফ' গ্রন্থে সঙ্গত-অসঙ্গত, সংলগ্ন-অসংলগ্ন ও গোঁজামিল ধরণের কয়েকটি উক্তি করা হ'য়েছে। সে সব কথা বাদ দিলেও ঐ গ্রন্থে 'তাসাওউফ' শাস্ত্র বলতে যা বুঝানো হ'য়েছে সে সম্পর্কে প্রায় সকলেই মূলতঃ একমত। সকলের মতেই 'তাসাওউফ' এর স্বরূপ ও সংজ্ঞা এই :—যে শাস্ত্রে চিত্তের বিভিন্ন রূপ, উহার আকাঙ্খা-বিতৃষ্ণা, অনুরাগ-বিরাগ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ

(১) তাবি তাবি'ঈ এর যুগ শেষ হইলে—Thereafter men differed and diverse degrees became distinguished and the elect of mankind who were vehemently concerned with matters of religion were called ascetics (যাহিদ) and devotees. (عابد)

Then heresies arose and there ensued disputes between the different sects, each one claiming to possess ascetics and the elect of people of the sunnis whose souls were set on God and who guided their hearts from the disasters of heedlessness, **became known by the name sufis,** This was a little before the end of the second century.—Browne : A Literary History of Persia, vol, I Page 298.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলোর দমন ও উৎসাদনের উপায় নির্ধারণ এবং সৎ গুণাবলী অনুশীলনের প্রণালী, পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যবস্থা ও বিধান দেওয়া হয় সেই শাস্ত্রকে 'তাসাওউফ' বলা হয়। আর যাঁরা ঐ উপায়, ব্যবস্থা ও বিধানগুলি ব্যবহারিক ভাবে অনুশীলনযোগে অন্তরকে পার্থিব যাবতীয় আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত ক'রে একমাত্র আল্লাহ্ এর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ধর্মকর্মাদি একাগ্র চিত্তে আন্তরিকতার সহিত যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে সম্পাদনে সদা তৎপর থাকেন তাঁদেরে বলা হয় সূফী। অলী ও সূফী বস্তুতঃ একই। যিনি প্রকৃত অলী একমাত্র তাঁকেই শাস্ত্রমতে সূফী বলা যেতে পারে। এই কারণেই সূফীদের সুবিখ্যাত জীবনী-গ্রন্থের নাম রাখা হয় 'তাযকিরাতুল্ আওলিয়া' বা 'অলীদের জীবন-বিবরণী'।

তাসাওউফ শাস্ত্রের ভিত্তি—উল্লিখিত শারী'-আৎ সম্মত তাসাওউফ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে এই :—

আল্-কুরআন—'যার অন্তর বিশুদ্ধ থাকে সেই সফলকাম হইবে'—সূরাহ্ ৯১ আশ্-শামস : আয়াৎ ৯। হযরৎ মুহম্মদ সঃ কে রাসূল এর পদ দেওয়া হয় যাতে তিনি লোককে আল্লাহ্ এর আয়াৎ পাঠ ক'রে শোনান, কিতাব ও হিক্মাৎ শিক্ষা দেন এবং তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন—এই মর্মের আয়াৎগুলি ২ : ১২৯, ১৫১ ; ৩ : ১৬৩ ; ৬২ : ২।

আল্ হাদীস—একটি দীর্ঘ হাদীসে সাহাবী-দের উপস্থিতিতে হযরৎ জিব্রীলের প্রশ্নক্রমে রাসূলুল্লাহ্ সঃ ঈমান ও ইসলামের বিবরণ দেবার পরে 'ইহ্সান' সম্পর্কে যে বিবরণ দেন তাকেই তাসাওউফপন্থীগণ তাসাওউফ শাস্ত্রের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ ক'রে থাকেন। উক্ত হাদীসে 'ইহ্সান' এর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে যে, ইবাদাৎকালে ইবাদাৎকারী যেন আল্লাহ্কে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে এইভাবে ইবাদাৎ করাকে এবং বিকল্পে আল্লাহ্ ইবাদাৎকারীকে দেখছেন এই মনোভাব নিয়ে ইবাদাৎ করাকে 'ইহ্সান' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ এর নিরীক্ষণকে অন্তরে জাগ্রত রে'খে চলাই হ'চ্ছে 'তাসাওউফ'। বস্তুতঃ, প্রকৃত সূফী মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার কোনও আদেশ-নির্দেশ অমান্য ক'রে চলতে পারে না।

অনন্তর হাদীসটিতে বর্ণিত ঈমানের বিবরণকে ভিত্তি ক'রে পরবর্তীকালে যেমন 'আকায়িদ' (Scholastic Theology) শাস্ত্র গ'ড়ে ওঠে, ইসলামের বিবরণকে ভিত্তি ক'রে যেমন আইনশাস্ত্র (Islamic Jurisprudence) গড়ে ওঠে, তেমনি 'ইহ্সান'কে ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠে 'তাসাওউফ' শাস্ত্র।

'তাসাওউফ' এর আদি উৎস—'তাসাওউফ' হ'চ্ছে মানুষের একটা স্বভাবজাত ধর্ম। উহা মানব-প্রকৃতি থেকে মোটেই স্বতন্ত্র অথবা পরক (alien) নয়। উহা মানুষের সৃষ্টির সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এবং উহার জন্ম হয় সমাজের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। আদমের পুত্র 'হাবীল' এর চরিত্র মহিমায় ও আত্মোৎসর্গের মধ্যে আমরা এই তাসাওউফেরই অভিব্যক্তি দেখতে পাই। বস্তুতঃ, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে প্রেম ও ক্রোধ, লোভ ও বিরাগ প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী বৃত্তিগুলোর সমা-বেশ দেখা যায়—এ কথা যেমন বাস্তব সত্য, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রত্যেক মানুষের জন্য এই প্রবৃত্তিগুলোর প্রত্যেকটির প্রয়োজন র'য়েছে। শিষ্টের পালনের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টের দমন অপরিহার্য। তাই বিবেকসম্পন্ন জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তিগুলোকে ওদের নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সংযত রে'খে প্রয়োজন অনুসারে ওদের সবগুলোর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করা। এরই নাম হ'চ্ছে মানবতা; এটাই হচ্ছে মানব-ধর্ম। এরই অনুশীলনের জন্যই ইসলাম নির্দেশ দেয় এবং তাই ইসলাম মানব ধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তারপর, এই মানবতার অনুশীলনকারী সাধু সজ্জন ধার্মিক লোকও যেমন বাস্তব জগতে সকল দেশে সকল যুগে যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া গেছে এবং এখনও পাওয়া যায়, তেমনি এর বিপরীত পন্থা অনুসরণকারীরও অভাব কোন দিন হয় নি। সৃষ্টির আদি থেকে প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন মানুষ নিজ নিজ বৃত্তিগুলোকে বিভিন্ন মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক'রে আসছে। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে থাকে। কোনও দুইজনের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ একরূপ নয়। এটা হ'চ্ছে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন। তাই, প্রত্যেক যুগে একদিকে যেমন ক্রোধশূন্য, প্রেমে ভরপুর, লোভবিবর্জিত, সংসার-বিরাগী বহু মহাত্মার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে ক্রোধে ও লোভে ভরপুর, সংসারাসক্ত, যালিম বহু পামর পাষণ্ডকেও মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করতে দেখা যায়। এই উভয় প্রকার চরমপন্থী মানসিকতার উদ্ভব, উত্থান ও প্রসারের জন্য কোন ধর্ম বা কোন দর্শনের প্রয়োজন হয় না। বরং এই দুই চরম মানসিকতাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে লোকের চরিত্রে যাবতীয় পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তিগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্যই সকল ধর্ম ও সকল দর্শন নিয়োজিত হ'য়ে আসছে। কাজেই John A. Subhan তাঁর Sufism, its saints and shrines পুস্তকে Asceticism resulting from the Islamic Conception of Allah অধ্যায়ে যা বলেছেন তার কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং ঐ প্রসঙ্গে তাঁর যাবতীয় আলোচনা একেবারে অবান্তর (Irrevelant) ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফল কথা, সকল যুগেই চরম-পন্থী (Extremist) কতক লোক পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং কিয়ামৎ পর্যন্ত থাকবেই। কারণ এটা কোন কোন লোকের স্বভাবজাত। কাজেই তাসাওউফের মূল খৃষ্টধর্মে থাকার, অথবা ভারতীয় দর্শনে থাকার অথবা অন্য কোন ধর্ম বা দর্শনে থাকার দাবী করা অজ্ঞতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিরই পরিচায়ক। বস্তুতঃ, যে কোন ধর্মেরই অনুসারীদের মধ্যে এক দল সংসার বিরাগী লোকের অস্তিত্ব একান্তই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ সঃ-র সাহাবীদের মধ্যেও তাই বৈরাগ্যে চরমপন্থী দু চার জন লোক না থেকে পারে না। কিন্তু তাই ব'লে সেই দু চার জনকেই 'ইসলামের স্বরূপ' হিসাবে তু'লে ধরার প্রয়াস ও প্রবৃত্তি নিশ্চিতভাবে ভ্রমাত্মক, কুযুক্তি ও একান্তই হাস্যকর। অধিকাংশ সাহাবী যা করতেন তাকে তর্কশাস্ত্রের মূলনীতির উপর ভিত্তি ক'রে ইসলামের স্বরূপ ব'লে দাবী করা যেতে পারে, আর দু চার জন যা করতেন তাকে ব্যতিক্রম ব'লেই গণ্য করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যুগের প্রথম দুই শতকের তাসাওউফ—'আওয়ারিফ' গ্রন্থে 'তাসাওউফ' এর যে বিবরণ দেয়া হয়েছে সেই বিবরণ অনুযায়ী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাসাওউফ বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব যদি রাসূলুল্লাহ সঃ এর যুগে থেকে থাকে, তা হ'লে তা অনুসন্ধান করতে হ'বে রাসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীসগুলোর মধ্যে এবং প্রধান প্রধান সাহাবীর কার্যাবলীর মধ্যে, এবং তাইই হবে প্রকৃত ইসলামী তাসাওউফ। আর পরবর্তীকালে ইসলামী তাসাওউফ এর নামে যে সব রীতি-নীতি, নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি আমদানী করা হয় তার মধ্য থেকে যেগুলো হাদীসের সাথে এবং প্রধান সাহাবীদের কার্যাবলীর সাথে খাপ খায় সেগুলোকে 'ইসলামী তাসাওউফ' এর মধ্যে স্থান দেয়া যেতে পারে এবং বাকীগুলোকে ইসলামী তাসাওউফে প্রক্ষিপ্ত ও ইসলামী তাসাওউফ-বিরোধী জ্ঞানে অবশ্যই বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য গণ্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যুগে এবং হিজরী প্রথম দুই শতকে তাসাওউফ বা আধ্যাত্ম সাধনার অনুশীলন মূলতঃ যে সব ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিল তা ছিল এই : (ক) চরম 'ইখ্‌লাস' ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তা'আলার ফরয ইবাদাৎগুলো সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য বেশী পরিমাণে নফল ইবাদাৎসমূহ সমাপন করা, মুখে অত্যধিক মাত্রায় আল্লাহ তা'আলার গুণ বর্ণনা (যিক্‌র) করা, অন্তরে সর্বদা তাঁর স্মরণ জাগ্রত রাখা এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁর রাহমাৎ ও দয়া লাভের জন্য যাচনা (দু'আ) করা ;

(খ) পরম নিষ্ঠা সহকারে যাবতীয় ইসলামী অনুশাসন যথাযথভাবে সাধ্যমত পালন করা ;

(গ) তাওয়াক্কুল (Tawakkul) এ স্থির থাকা, অর্থাৎ যথাযোগ্য পার্থিব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরে ফলের জন্য একমাত্র আল্লাহ এর ওপর ভরসা রাখা (রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, উটের পা আগে বাঁধো তারপর আল্লাহ এর উপর তাওয়াক্কুল করো) এবং

(ঘ) যুহ্‌দ অবলম্বন করা। অর্থাৎ পার্থিব বন্ধনসমূহে বাহ্যতঃ আবদ্ধ থেকেও পার্থিব বিষয়-আশয়ের প্রতি অন্তরের অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা অনুশীলন করা।

দীন ও ঈমান বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রকট ভাবে দেখা দিলে যে সব হাদীসে লোকালয় ত্যাগ ক'রে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেবার নির্দেশ র'য়েছে সেই হাদীসগুলোতে এ কথাও বলা হ'য়েছে যে, পার্থিব জীবনযাপনের জন্য যে পরিমাণ সম্বল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় তা সঙ্গে নি'য়ে যেতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হ'য়েছে যে, সে যেন অন্ততঃ ছাগলের একটি ছোট পাল সঙ্গে নিয়ে যায়। একেবারে শূন্য হাতে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে গিয়ে 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' করার কোন নির্দেশ যেমন ইসলামে নেই, তেমনি গার্হস্থ জীবনেও একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় আল্লাহ এর ওপর তাওয়াক্কুল ক'রে চুপচাপ নিষ্কর্মা হ'য়ে ব'সে থাকার নির্দেশও ইসলামে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার হাত দুটিকে একেবারে গুটিয়েও নিয়ো না, আবার একেবারে বিস্তারিতও ক'রে রেখো না।

একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি এই যে, কোন বিষয়ের অনুশীলন অথবা কোন কাজ সম্পাদন করতে হলে প্রথমেই সেই বিষয় ও সেই কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম ও জ্ঞান অবশ্যই হাসিল করতে হবে। কাজেই তাসাওউফের উল্লিখিত চারিটি নীতি পালন ও অনুশীলনের পূর্বে সে সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ, যাঁরা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলিম ও সুপণ্ডিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেবলমাত্র তাঁদেরই পক্ষে প্রকৃত ইসলামী তাসাওউফ সাধনা সম্ভব। তাঁরা ছাড়া অপর লোকের তাসাওউফ সাধনা একটা প্রহসন ও বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই হয় না। তাই দেখা যায় পূর্বকালের সূফী সাধকগণ সকলেই ইসলামী শাস্ত্রসমূহে যেমন ইমাম ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন সেইরূপ তাঁরা উল্লিখিত চতুর্বিধ নীতি পালনেও বিশেষ তৎপর ছিলেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক হাসান বাসরী রহমতুল্লাহি আলায়হি (হিজরী ২১—১১০) তাফসীর ও হাদীস উভয় শাস্ত্রেই ইমাম ছিলেন। সেইরূপ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহঃ (হিজরী ১১৮—১৮০) তাঁহার যুগে হাদীসের একজন শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। এই দুই জন ছাড়া ঐ শতকে আরও বহু সূফী সাধক ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে মরমীবাদের গুণ কীর্তনকারীর দল কেবলমাত্র ইব্‌রাহীম ইবন আদহাম (মৃঃ হিঃ ১৬১) ও মা'রূফ কারখীর (মৃঃ হিঃ ২০০) নাম খুব ফলাও ক'রে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, তখন পর্যন্ত কাল্পনিক মরমীবাদ (Speculative mysticism) ইসলামকে স্পর্শও করতে পারে নি। তাঁরা দুজনেই ইসলামী শাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত ছিলেন (দেখুন 'কাশফুল-মাহজূব' (ফারসী), লাহোর—১৯২৩—৮২ ও ৯১ পৃষ্ঠা)। ইব্‌রাহীম ইবন আদ্‌হাম পার্থিব ব্যবস্থা অবলম্বন সহকারে তাওয়াককুল করতেন। তিনি ক্ষেত খামার করে, বাগান করে, জঙ্গল থেকে কাঠ এনে তা বিক্রী করে এবং আরও বিবিধ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মা'রূফ কারখীর জীবনও মরমীবাদ থেকে মুক্ত ছিল।

তাসাওউফ ও মরমীবাদ—তাসাওউফ ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এর ক্ষেত্র হচ্ছে অন্তর বা চিত্ত এবং উদ্দেশ্য হ'চ্ছে চিত্তশুদ্ধি। পক্ষান্তরে, মরমীবাদ সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। এর ক্ষেত্র হচ্ছে কল্পনা (Speculation) আর কল্পনার স্থান ইসলামে নাই। তাই ইসলামে নির্দেশ দেয় শুভাশুভ নির্দেশক চিহ্নগুলোকে কুসংস্কার জ্ঞানে উপেক্ষা করে কার্যে অগ্রসর হ'য়ে যেতে। তাই নাবী সঃ বলেন, "লা 'আদওয়া অলা তয়রাতা," "ছোয়াচ ব'লে কিছুই নাই আর অশুভ চিহ্ন ব'লেও কিছুই নাই।" আল্লাহ্‌ এর হুকম না হ'লে কাওকে কোনও রোগে ধরে না। ইসলামের নির্দেশ এই যে, যাবতীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে আল্লাহ এর ওপর ভরসা রেখে নিশ্চিন্ত মনে রোগীর সেবা ক'রতে হ'বে। সকল মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক আল্লাহ ;—বাঁয়ের সাপও নয়, ডাইনের শৃগালও নয়, হাঁচিও নয়, টিকটিকিও নয়, শূন্য কলসও নয়। যিনি সকল মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক তার কাছে শুভ প্রার্থনা ক'রে কার্যে অগ্রসর হ'তে হবে। তাই বলছিলাম ইসলামে কল্পনাসর্বস্ব মরমীবাদের কোনই স্থান নেই। ইসলামের পাকা দুশমনেরা ইসলামকে ধ্বংস করার কুমৎলবে ইসলামের দরদীবেশে এই মরমীবাদকে ইসলামে প্রক্ষেপ করবার চেষ্টা চালিয়েছে আর মূর্খ অবুঝ মুসলিমেরা মরমীবাদের কল্যাণে ইসলামী আচার অনুষ্ঠান ও কর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে অনায়াসে মোক্ষলাভের আশায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ঐ মরমীবাদের আগুনে ঝাপ দিয়ে নিজেদের দুনয়া ও আখিরাৎ ধ্বংস ক'রে চলেছে।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

মূল : মওলানা শামসুল হক আফগানী
অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ

কম্যুনিজম ও ইসলাম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলিম, অমুসলিম, দাস ও প্রভুর মধ্যে সুদ বৈধ নয়, বরং সুদ এসব ক্ষেত্রেও অবৈধ :

কোন কোন পাশ্চাত্যপন্থী লোক প্রমাণ করতে প্রয়াস পায় যে, ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে মুসলিম, অমুসলিম, দাস ও প্রভুদের মধ্যে সুদ বৈধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে ভ্রান্তি। এই দু'টি অবস্থায় ফিক্‌হ্ শাস্ত্র সুদের বৈধতার ফতোয়া দেয় নাই, বরং সুদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ এ দু'টোর একটাতেও শরয়ী সুদ প্রমাণিত হয় না—এমন নয় যে, শরয়ী সুদ সাব্যস্ত বটে, কিন্তু জায়েয। এ দু'টো অবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান। শরীয়তের পরিভাষায় সুদ হচ্ছে বিনিময় ব্যতিরেকেই কারো সম্পদ নিজের করে নেয়া। দাস ও প্রভুর মধ্যে যদি এমন বিনিময় হয় যে, প্রভু দাসের হাত থেকে এক টাকার বদলে দু'টাকা গ্রহণ করেছেন, তাহলে যেহেতু দাস থেকে গৃহীত টাকা দুটো প্রকৃতই প্রভুর নিজের টাকা তাই সেটা দুই মালিকের বস্তু বিনিময় হয়নি ; বরং এটা এমন হচ্ছে যে, একজন মালিক যেন কোন ব্যক্তির (অর্থাৎ তাঁর দাসের) নিকট এক টাকা আমানত হিসেবে রাখলেন আর তার কাছ থেকে তাঁর রক্ষিত দু'টাকা ফিরিয়ে নিয়ে নিলেন। এমনি করে অমুসলিম শত্রুর সম্পদ মুবাহ বা ভোগযোগ্য—শিকারে প্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় সে সম্পদের মালিকানায় অধিকার নেই ; আসল মালিক—(আল্লাহ তা'আলা), তার (সেই অমুসলিম শত্রুর) মালিকানা অধিকারকে খতম করে দিয়েছেন—এ ক্ষেত্রে তার সম্পদকে দখল করে নে'য়াই চূড়ান্ত ফয়সালা। অমুসলিম শত্রুর সম্পদ দখল করে নেয়া হলে তা এমনি হবে যেন শিকারে লভ্য বস্তুকে নিজের করে নেয়া হচ্ছে—এটাও দুই মালিকের বস্তু বিনিময়ের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ফকীহ বিদ্বানগণ বলেছেন :

لا ربـو بين المسلم والحربى ثـم ولا بين العبد و مولاه •

"মুসলমানের মধ্যে আর অমুসলিম শত্রুর মধ্যে সুদ নাই—এই সূত্র থেকেই দাস এবং প্রভুর মধ্যেও সুদ নেই।"

তাঁরা একথা বলেন নি যে—

يجوز الربو بين المسلم والحربى وبين العبد ومولاه •

"কোন মুসলমান আর অমুসলিম শত্রুর মধ্যে এবং দাসের মধ্যে আর প্রভুর মধ্যেও সুদ জায়েয বা বৈধ হবে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই অবস্থায় সুদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত, এই ক্ষেত্র দু'টোতে সুদের শরয়ী তাৎপর্য্যও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইসলাম পুঁজিবাদকে খতম করেছে এবং সমাজবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে :

والذين يـكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"যারা সোনা রূপা ভাণ্ডারে জমা করে রাখে এবং তা আল্লার রাহে খরচ করে না, তাদের যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ জানিয়ে দিন।"

الذى جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة •

"সম্পদ যে জমা করে গ'ণে গ'ণে রাখে, সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরঞ্জীব করে রাখবে। নিশ্চয়ই নয়, তাকে অবশ্যই 'হুতামা' দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"

সহীহ মুসলিমে মু'আম্মারের প্রমুখাৎ মরফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে : من احتكر فهو خاطى

"যে ব্যক্তি [অধিক মূল্য লাভের উদ্দেশ্যে] খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে সে অপরাধী।"

কোরআন মানবীয় জীবিকার উপর কেবল এক শ্রেণীর লোকের অধিকার বিস্তারে বাধা প্রদান করে বলেছেন : خلق لكم ما فى الارض جميعا وجعلنا لكم فيها معايش

"যমীনের যাবতীয় জীবিকা থেকে সকল মানুষের উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে।" প্রতিটি মানুষ শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত থেকে তার স্বাভাবিক চিন্তা ও কর্মশক্তি দ্বারা হালাল জীবিকা অর্জন ও ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার বৃদ্ধিতে আযাদ রয়েছে। ধনের স্বাভাবিক পার্থক্য স্বভাবসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত।

نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا •

"আমি স্বাভাবিক নিয়মে জীবিকার্জনের শক্তিকে মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছি— তাদের মধ্যে উঁচু নীচু করে রেখেছি যাতে একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে।"

আল্লামা বায়যাভী লিখেন, যাতে করে তারা নিজেদের কাজে একে অপরকে ব্যবহার করতে পারে, তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, যেন বিশ্বের শৃঙ্খলা ঠিক থাকতে পারে।

সম্পদে পার্থক্যের যৌক্তিকতা : কোরআন যে যুক্তির ইঙ্গিত করেছেন তার বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, মানবীয় শৃঙ্খলা ও সংহতির প্রতিষ্ঠা একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। মানুষের স্বভাব অপরাপর জীব-জন্তুর বিপরীতধর্মী—তারা সামাজিক জীব। মানুষ ছাড়া সব জীবই একাকী থাকতে পারে; কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব হওয়ার দরুণ এক মুহূর্তের জন্যও আলাদাভাবে সমাজের বাইরে থেকে জীবন যাপন করতে পারে না।

পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা : —শীত ও গরম থেকে নিজেকে হেফাযত করার জন্য মানুষের কাপড়ের প্রয়োজন। কাপড় সূতা থেকে তৈরী হয়। কাজেই তার কার্পাস উৎপাদনের জন্য একজন কৃষকের সহযোগিতার দরকার। তারপর কার্পাস থেকে তূলা, সূতা, তানা-বান প্রভৃতি পৃথক করার জন্য তার অপর সাহায্যকারী আবশ্যক। কাপড় তৈরী করার জন্য অন্তরায় থেকে তাকে সাহায্য নিতে হয়। কাপড় প্রস্তুত হয়ে গেলে পরে সেলাই করার জন্য দরজীর এবং রং করার জন্য রঞ্জকের মুখাপেক্ষী হতে হয়। এই গোটা কর্মী-জনমণ্ডলীর সাহায্য-সহযোগিতার পরই কাপড় দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হতে পারে। এমনিভাবে পশমী, উসরী অথবা মহিলাদের রেশমী কাপড়ের জন্য একজন মানুষের কতিপয় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা আবশ্যক হয়; কেননা একজন মানুষ একাই এইসব কাজ আঞ্জাম দিতে পারেনা।

বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা : এমনি করে মানুষের বাস ভবনেরও আবশ্যক হয়, তাতে ইটা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চুন, পাথর, সিমেন্ট প্রভৃতি আয়ত্ব করতে অপর মানুষদের সাহায্য নিতে হয়। কাঠের কাজের জন্য ছুতার, লোহার কাজের জন্য কর্মকার, স্থাপত্যের জন্য রাজমিস্ত্রী এবং শ্রমিক মজুরের প্রয়োজন; এ সব হলে তবেই কোনখানে বাসভবন প্রস্তুত হবে। এমনিভাবে খাদ্য সংগ্রহের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষক, পেষণকারী, কড়া বা চুল্লী প্রস্তুতকারী, হাঁড়ি প্রস্তুতকারী এবং তৈল-ঘৃত-মশলা প্রভৃতির ব্যবস্থাপকের সাহায্য-সহযোগিতার আবশ্যক। স্থান-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য মেথর-ঝাড়ুদার, ক্ষৌরকার্য্যের জন্য নাপিত, কাপড় ধুয়ে দেয়ার জন্য ধোপার প্রয়োজন। এতে করে জানা গেল যে মানুষের গোটা জীবনের চিত্রটি একাকী নয় বরং সমষ্টিগত। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-প্রণালী প্রয়োজন-ভিত্তিক—এই প্রয়োজনের খাতিরেই জনগণের মধ্যে সম্বন্ধ, সম্পর্ক ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ঐশ্বর্য্যে যদি সব মানুষই সমান হত তাহলে একজন মানুষের অপর থেকে কাজ নেয়ার কোন সুযোগ থাকত না। যেমন সমশ্রেণীর মানুষদের একজন যদি অপরজনকে বলে যে, আমার ক্ষৌরকাজ করে দাও, তাহলে সে বলতে পারে, তুমিই বরং আমার ক্ষৌরকাজ করে দাও—আমি কোন্ দিক দিয়ে তোমা অপেক্ষা হীন? অথবা একজন অপরকে বলল, আমার কাপড় ধুয়ে দাও; তাহলে সেও একথা বলতে পারে যে, তুমিই বরং আমার কাপড় ধুয়ে দাও; কেননা আমরা দু'জনই তো সমান! কুলিকে যদি বলা হয়, এ বাক্স বয়ে নিয়ে চল; সেও বলতে পারে, আমি কেন বয়ে নেব—আমার বয়ে নেয়ার দরকার নেই, তুমি নিজেই বয়ে নিয়ে যাও। মোট কথা কারো কাছ থেকে কাজ নিতে হলে পার্থক্য বিদ্যমান থাকা চাই—কাজ গ্রহণকারী কাজটি সম্পাদন করতে অক্ষম আর কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তি পারিশ্রমিক ও পয়সার জন্য অভাবগ্রস্ত হওয়া চাই। তাতে করে কাজ এবং সম্পদের বিনিময় সম্ভব হবে; পক্ষান্তরে সম্পদে পরস্পরের সমতুল্য হলে এ বিনিময় সম্ভব হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে এবং মানুষদের পরস্পরের সম্বন্ধ-সংযোগ খতম হয়ে যাবে; কেননা সম্বন্ধ-সংযোগ প্রয়োজনের সাথেই সীমাবদ্ধ। এ হচ্ছে আল্লার এক আশ্চর্যজনক ইনসাফ! সম্বন্ধ-সংযোগ স্থাপনের জন্য আর্থিক পার্থক্যের প্রয়োজন ছিল। তাতে করে নির্ধন ও অপেক্ষাকৃত অল্প ধনশালী সম্পদশালীদের কাজ করে অর্থোপার্জন করতে সক্ষম হবে। প্রয়োজন যদি কেবলমাত্র শ্রমিকের দিক থেকে হ'ত তাহলে সম্পদশালীরা সরঞ্জাম-বিহীন ফেরাওনে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। কাজেই আল্লাহ তা'আলা উভয় দিক থেকে প্রয়োজনের সৃষ্টি করেছেন। একদিকে কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন ও সম্পদের দরকার, অপরদিকে সম্পদশালীদের কার্য্য সম্পাদনের প্রয়োজন। তাতে উভয়দিকের প্রয়োজনের তাগিদে একজন অপর জনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এর ফলে কারো মধ্যে অন্য নিরপেক্ষতা সৃষ্টি হয় না এবং অপরের উপর অবিচার করতে পারে না।

কর্ম-প্রেরণার জন্য স্বাধীনতার আবশ্যকতা: ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা ঠিক রেখে সম্পদ বৃদ্ধির আগ্রহে মালিকদের কর্ম-প্রেরণায় উৎসাহিত করেছে। ইসলামই তাদেরকে পশুত্ব থেকে মানবীয় মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এতে তারা সমাজবাদী ব্যবস্থার ন্যায় সরকারের মেশিন বনে কর্মরত থাকে না; বরং একজন স্বাধীন অধিপতির ন্যায় কর্ম প্রচেষ্টায় লেগে থাকে। সমাজবাদী জীবন ব্যবস্থায় মানুষ অপরদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে সে স্বাধীনচেতা হিসাবেই নয়, বরং স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকে। তাতে করে সে আর মানুষ থাকে না—তখন সে সরকারের একটি মেশিন বনে যায়। কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়তে এই সত্যটি প্রকটিত হয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وان ليس للانسان الا ماسعي
وان سعيه سوف يرى •

"মানুষ তার চেষ্টা-তদবীর দিয়ে স্বাধীনভাবে উপকৃত হওয়ার অধিকারী। সে চেষ্টা করে যা কামাবে তাই দেখতে পাবে।" وهل تجزون الا ماكنتم تعملون "মানুষ তার নিজের আমলেরই প্রতিদান পাবে।" এই নিয়ম মানুষের ইহ লৌকিক ও পারলৌক উভয় প্রকার আচরণের উপর সীমাবদ্ধ। পশুকে ঘাস খাইয়ে যেমন কাজ আদায় করা হয় তেমনি সমাজবাদ মানুষকে আহার দিয়ে তার থেকে কাজ আদায় করে। এটা মানুষকে পশু বানানোরই নামান্তর।

সম্পদের গতি: পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ত্রুটি ও অসমতা হচ্ছে তাতে সম্পদ নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্থির হয়ে থাকে। তাতে সম্পদ অপরাপর লোকদের নিকট হস্তান্তরিত হয় না। এতে পুঁজিপতিদের ছাড়া অন্যান্যরা দারিদ্র নিপীড়িত হতে দেখা যায়। মানুষের সমষ্টিগত দেহের একটা বড় অংশ পক্ষাঘাত গ্রস্থ হয়ে থাকে। ঠিক এমনি ভাবে যদি কোন ব্যক্তির শরীরের রক্ত শরীরের কতিপয় অথবা একটি অঙ্গের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে এবং অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চলাচল না করে, তবে সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো পক্ষাঘাতগ্রস্থ হতে বাধ্য। একটি ব্যক্তির জন্য রক্ত এবং একটি সমাজের জন্য সম্পদ সম ভাবেই জীবনোপকরণ। কোরআন প্রথমে এই মূলনীতিগুলোই ঘোষণা করেছেন।

لكى لايكون دولة بين الاغنياء منكم

"(সকলের মধ্যে ধন বণ্টন এ জন্য আবশ্যক যে) সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীক শ্রেণীর মধ্যেই ঘুরে ফিরে না থাকে।" এতো ছিল সেই মূলনীতিগুলোর ঘোষণা। কিন্তু ইসলাম একেই যথেষ্ট মনে করেনি, বরং ইসলাম জীবন-যাত্রার সংশোধনের জন্য এমন সব নীতি নির্ধারণ করেছে যাতে সম্পদের গতি কার্য্যকরী হয়।

জীবনের গতি তথা ভূগর্ভস্থিত খনিজ দ্রব্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহ: ভূগর্ভে সোনা, রূপা বা লোহা যে পরিমাণ সম্পদ আছে তাতে ইসলামী বিধান মতে দরিদ্রদেরকে এক পঞ্চমাংশ দেয়। তাতে করে সম্পদের ঘূর্ণন পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। (ফতহুল কাদীর: খুমুস অধ্যায়) এতো গেল ভূগর্ভস্থিত খনিজ দ্রব্যের কথা, যা পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে বের করা হয়। বাকী থাকলো প্রকাশ্য খনিজদ্রব্য—এগুলো সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জনসাধারণের অধিকারভুক্ত। এগুলো কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। (মুগণী ইবনে কোদামা (৬) ১৫৭ পৃষ্ঠা)।

ওশর বা এক দশমাংশের বিধান: যে জমির উৎপাদন ক্ষেত্রে পানি সিঞ্চণের কষ্ট স্বীকার করতে হয় না সেই জমির উৎপন্নদ্রব্যে দরিদ্রদের এক দশমাংশ প্রাপ্য।

ماسقته السماء او كان عشريا ففيه العشر •

"যে জমি বৃষ্টি অথবা জোয়ারের পানিতে রসযুক্ত হয় তার উৎপন্নদ্রব্যে এক দশমাংশ দরিদ্রদের প্রাপ্য"—বুখারী ও মুসলিম।

অর্ধ ওশর বা বিশ ভাগের এক ভাগ: যে জমি বালতি, নলকূপ সেচকার্য প্রভৃতির সাহায্যে উর্বর হয় তার উৎপন্নদ্রব্যে দরিদ্রদের বিশভাগের একভাগ প্রাপ্য।

চল্লিশ ভাগের এক ভাগ: প্রচলিত মুদ্রা, বানিজ্য সম্পদ এবং সমগ্র ব্যবসাজাত আয়ে নেসাব ও বর্ষপূর্তির শর্তে দরিদ্রদের চল্লিশভাগের একভাগ অর্থাৎ শত করা আড়াইভাগ দরিদ্রদের প্রাপ্য বলে বিধান দেয়া হয়েছে। গৃহপালিত পশুদের বেলায়ও ফকীরদের জন্য যাকাতের অংশ নির্ধারিত হয়েছে। যেমন পাঁচটি উটে একটি ছাগল অথবা তার মূল্য, চল্লিশটি ছাগজাতীয় পালিত পশুতে একটি ছাগল অথবা তার মূল্য এবং গরু মহিষের ত্রিশটিতে এক বছরের বাছুর, চল্লিশটিতে দুই বছরের বাছুর যাকাতরূপে দেয়। [ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

سورة الزلزال مكية او مدنية وهى ثمان اية

ছুরা জেলজাল মক্কা মদিনায় উত্তরিল ৮ আএতের।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۔

হেলানো জাইবে জবে জমিন সকল। ভুই চালে হেলিতে থাকিবে বেলকুল *

॥ ফাএদা॥

কেয়ামতে ভুই চাল হইতে থাকিবে। তাহাতে জমিন সারা কাঁপিতে লাগিবে *

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۔

আর জমি করে জে তখন এইকাম। করে বাহের বোজা আপন পেটের তামাম *

॥ ফাএদা॥

মোরদা আর ধোন কোড়ি নেকালিয়া দেয়। কিছু নাহি রহে পেট খালি হোয়ে জায় *

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۔

আর লোকে কবে এহি কি হইল এরে। জমি আজ কি জন্মেতে এমন ধারা করে *

॥ফাএদা ॥

জমি আর এতো সেই লড়ে কি কারোণে। পেটের আপন চিজ বাহির করে কেনে *

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۔

সেই দিনে কহে জমি আহওয়াল আপন। বুরা ভালা তার পরে হোএছে জেমন *

॥ ফাএদা ॥

জেই লোকে জমিনে কোরেছে জেই কাম। নেকি বদির গাওাহি সে দিবেক তামাম *

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۔

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কারোণ এই তোমার জেই পরওয়ারদেগার। হুকুম জমিকে দিলো কহিয়া দিবার *

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا

সেই দিনে লোকে আছে জতেক সকল। তরো তরো রকম রকম হইবে বেলকুল *

لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔

কারণ তাদের জতো আমোল আর কাম। সেদিন জাহের হবে সকলি তামাম *

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

জেই লোকে করে ফের জার্রা ভর ভালাই। দেখিয়া লইবে ফের সেইতো তাহাই *

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

আর জেই করিল সে জার্রা ভর বুরাই। দেখিতে পাইবে তার ফের সে তাহাই *

سورة البينة مكية وهي ثمانا ايات

ছুরা বাইএনা মক্কায় উতরিল, ৮ আএতের।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ۔

ওই সকল জতো ছিলো কাফের বেলকুল। আর জতো কেতাব ওয়ালা মোসরেক সকল *
নাহি বাজ আনেওালা জে তাহার ছিলো। জে তরিক নাহি পেতো খোলা তার দোলিলো *

॥ ফাএদা ॥

হাকেম আর বাদসা কিম্বা আর জতো ওলি। সমজাইতে থাকিত সে জদি গলি ২ *
নাহি ইমান আনিত না সিধা রাহা পেতো। কেতাবওালা কাফের আর মোসরেকান জতো *
জেই তরিক না পাইতো দোলিল সব ছাফা। সোবা সক না হইত তাহাদের রফা *
দোলিল তারা ছাফ ২ জখন পাইল। শক শোবা বেলকুল দফা হৈয়া গেল *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

সোনাইয়া থাকে তাদের আল্লার রছুল। পাক কেতাব জাহেলিয়া পাক বাত সকল *

॥ ফাএদা ॥

সেই কেতাব শুনে তারা ইমান আনিল। কেতাব ওালা কাফের জারা মোসরেক ছিলো *
থোড়া দিন বিচে সব মোছলমানি কাম। ভরিয়া যে গেলো সব মুল্লুকে তামাম *

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

আর কেতাবওালা বিচে আলোগ জারা হোলো। আগামে পাইয়া দোলিল পাছে জুদা হোলো *

॥ ফাএদা ॥

পাইয়া দোলিল ছাফ হক বুঝে লইয়া। নবির সাতে আড়া আড়ি জেদ বাদাইয়া *
ইমান না আনিল আর তাবে নাহি হোলো। মহাম্মদি দিন কিন্তু হক জেনে লিলো *

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

আর তাহাদের প্রতি হোলো হুকুম এই। ছেরেফ আল্লাকে পোজে নেরালা সবাই *
আর খাড়া করে নামাজ আর দেয় জাকাত। তবে সেই দিন মজবুত হইবে নেহাত *

॥ ফাএদা ॥

বন্দিগি আল্লার করে একদিকের জাহা। ধরে সেইদিন জেই এবরাহিমের রাহা *
সেরেক করিবার জবে মানা হৈয়া গেলো। নামাজ পড়ার জাকাত দেবার তাকিদ তবে হলো *
তাহাদের উপর এসব ভারি হৈয়া গেলো। হক দিনের তারা এতে নাহি ভাবে হলো *

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ
فِيْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

কেতাবওালা কাফে আর মোসরেক সবাই। জাহান্নামের আগুনেতে রহিবে সদাই *
সেই লোকে জতো আছে তাহারা সকল। তামাম লোক হইতে বুরা হইতে হইবে বেলকুল *

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

জেই লোক সকলেতে ইমান আনিলো। আর জতো কাম তারা ভালো জে করিলো *
তাহারা জতেক লোক হইতে সকল। আল্লার হুজুরে যারা ভালো বেলকুল *

www.ahlehadeethbd.org

Contents

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا -

মজুরী তাদের তরে হুজুরে আল্লার। বাহারের বাগান নিচে নহোর জাহার *
তাহার বিচেতে রহে তারা হামেহাল। হামেসা সর্বদা থাকে আর চিরোকাল *

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ -

আল্লা তালা খুসি হবে তাহাদের হৈতে। তাহারাও খুসি হবে আল্লাতালা হতে *
ওই সকল মিলিবেক ওই সবাকারে। ডোরে্য থাকে জেই লোকে আপন পরওারে *

سورة القدر مكية وهي خمس ايـة

ছুরাতোল কদোর, মক্কায় উতরিল, ৫ আএতের।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

আমি তো ওতারিয়া দিয়াছি কোরান। সেই জে এজ মরতোবার রাতের দরমিয়ান *

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ -

আর কি জানিবে তুমি মরতবার রাত। আপনার দেল বিচে তাহারে নেহাত *

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ -

সেই ত আছে জে এক মরতবার রাত। হইতে হাজার মাস ভালো সে নেহাত *

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -

ফেরেস্তা ও জিবরিল সকলে তাহারা। হুকুমে রব্বের কাম ওতারেন ছারা *

سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

আমোন সকল দিগে আর হালামত। ফজরের তোড়িক রহে তার বরকত *

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৬০-এর পাতার পর)

প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে মু'আওবিযাতাান অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িবার জন্য আদেশ করেন। (তিরমিযী তুহফা : ৪।৫১)।

(৬) 'উক্‌বাহ ইব্‌ন 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আমাকে বলেন, "তুমি যখনই ঘুমাইতে যাইবে এবং যখনই ঘুম হইতে উঠিবে তখনই সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস পড়িও।"—হিস্‌ন হাসীন : মু'আওবিযাতাান এর ফাযীলাত অধ্যায় ('মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শায়বা' এর বরাতে)।

এই হাদীসটি সুনান নাসা'ঈ গ্রন্থের ২।৩১২ পৃষ্ঠায় এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

'উক্‌বাহ ইব্‌ন 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যে সময় ঐ গিরিবর্ত্মগুলির একটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বাহন (খচ্চর) এর লাগাম ধরিয়া টানিয়া চলিতেছিলাম সেই সময় তিনি হঠাৎ আমাকে বলিলেন, "হে 'উক্‌বাহ, তুমি কি আরোহণ করিবে না?" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ আমি তাঁহার বাহনে আরোহণ করিতে সাহস করিলাম না। উহার কিছু পরে তিনি আবার বলিলেন, "হে উক্‌বাহ, তুমি কি আরোহণ করিবে না?" তখন আমি আশঙ্কা করিলাম যে, পাছে আরোহণ না করা পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে—(এই ভাবিয়া আমি আরোহণ করিতে সম্মত হইলাম)। অনন্তর তিনি নামিলেন এবং আমি চড়িলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমি নামিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আরোহণ করিলেন। উহার পর তিনি বলিলেন, "লোক উত্তম যে যে দুইটি সূরাহ পড়িতে পারে তাহা হইতে দুইটি সূরাহ কি আমি তোমাকে শিক্ষা দিব না?" অনন্তর তিনি আমাকে পড়াইলেন, 'কুল্ আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক' ও 'কুল্ আ'উযু বিরাব্বিন্ নাস (সূরা দুইটি)। তারপর (ফজর) নামাযের জন্য ইকামাত বলা হইলে তিনি ইমামাত করিলেন এবং নামাযে এই সূরাহ দুইটি তিলাওত করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "হে উক্‌বাহ তুমি যখনই শুইতে যাও এবং যখনই ঘুম হইতে উঠ তখনই এই সূরা দুইটি পড়িও।" হাদীসগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয় যে, (ক) এই সূরাহ দুইটি যেমন কুরআান মাজীদের অংশ সেইরূপ 'কুল' শব্দটি এই সূরাহ দুইটির প্রত্যেকটির অংশ। (পৃ ১২)

(৭) হযরত আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু মু'আওবিযাতাান সূরাহ দুইটি নাযিল হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম জ্বিন হইতে এবং মানুষের বদ নযর ইত্যাদি হইতে বিভিন্ন বচন যোগে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় লইতেন। অনন্তর এই সূরাহ দুইটি নাযিল হইবার পরে তিনি আশ্রয় প্রার্থনার জন্য এই সূরাহ দুইটিকে গ্রহণ করেন এবং ইহা ছাড়া অপর বচনগুলি ছাড়িয়া দেন। অর্থাৎ আল্লার আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্য এই সূরা দুইটির তিলাওৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক ফলদায়ক। (তিরমিযী (তুহফা ৩। ৬৫)

এই সূরাহ দুইটির তাফসীর প্রসংগে প্রায় তাফসীরকারই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে লাবীদ ইব্‌নুল আ'সম নামক একজন লোকের যাদু করার ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইন্‌শা আল্লাহ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

الرسائل والمسائل — জিজ্ঞাসা ও উত্তর

প্রশ্ন :

দাইউস কাহাকে বলে ? শরীয়তের দৃষ্টিতে দাইউস সম্পর্কে বিধান কি ?

ইতি

(আলহাজ) মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

৪ নং নিউ সার্কুলার রোড,

ঢাকা—১৪।

জওয়াব :

দাইউস (ديوث) শব্দের আভিধানিক অর্থ : এমন ব্যক্তি যাহার গায়রত নাই—অর্থাৎ লজ্জা-সম্ভ্রম বোধ নাই, আত্মমর্যাদাবোধ নাই। ইহা ديث দায়স ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। ইহা হইতে دَيَّثَ দুইয়েসা ذُلِّلَ যুল্লেলা অর্থে (ذل ـيل হইতে গঠিত) অর্থাৎ নরম-কৃত, ক্ষুদ্রকৃত, বশীভূত। ديوث—দাইউস এর ব্যবহারিক অর্থ هو من لايغار على اهله যে পুরুষ নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে গায়রত করে না, অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যাপারে নিজের মান সম্মানের ক্ষয়ক্ষতিতে নিজেকে অপমানিত মনে করে না। 'মাজমাউল বিহার' নামক হাদীসের শব্দকোষে এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

وقيل هو سرياني معرب هو من يرى في اهله مايسوءه ولايغار عليها ولا يمنعها ٠

উহা সুরয়ানী শব্দ—আরবীতে আমদানীকৃত। দাইউস বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে তাহার পরিবারে মন্দ কাজ হইতে দেখিয়াও গায়রত প্রকাশ করে না অর্থাৎ ঘৃণা বা বিরক্তিবোধ করে না এবং উক্ত কাজ বারণও করে না। (৪৩০ পৃষ্ঠা)

হাদীসে দাইউস

কুরআন মজীদে দাইউস শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় উহা আসিয়াছে। হাদীসে উহার প্রয়োগ এবং উহার সম্বন্ধে যে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখিত হইল :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন,

ثلاثة لاينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث.....

তিন প্রকার লোকের প্রতি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ দৃকপাত করিবেন না, তাহারা হইতেছে পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দাইউস [সুনান-ই-নাসায়ী, (১) ৩৫৭ পৃঃ]

আল্লামা সয়ূতী বলেন, এই হাদীস মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরাকে হাকিমেও বর্ণিত হইয়াছে এবং উহার সনদ সহী। অনুরূপ হাদীস সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহ আবদুল্লাহ ইবনে উমর কর্তৃকও বর্ণিত হইয়াছে :

ثلاثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء ٠

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিন প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১ম, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ; ২য়, দাইউস ; ৩য়, পুরুষের অনুকরণকারী নারী। আল্লামা সয়ূতী জামে' সগীরে এই হাদীস উধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহা মুসতাদরকে হাকীম এবং বায়হাকীর শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি উহার সনদকে সহীহ হাসান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুর রউফ (ফয়যুল কাদিরের গ্রন্থকার) এই হাদীস সম্বন্ধে বলেন,

قال الحاكم صحيح اقره الذهبى فى التلخيص وقال فى الكبائر اسناده صحيح • • • • •

ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীস সহীহ। ইমাম যহবীও স্বীয় তালখীস গ্রন্থে ইহাকে সহীহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহার 'কাবায়ের' নামক গ্রন্থেও (যে গ্রন্থে কাবীরা গুনাসমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে) উহার সনদকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

তাবারাণীর হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের শেষাংশে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর বাচনিক দাইউসের ব্যাখ্যাও পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। আল্লামা আবদুর রউফ বলেন,

وتمامه عند مخرجه الطبرانى قالوا يارسول الله • • • فما الديوث قال الذى لايبالى من دخل اهله •

"এই হাদীসের অবশিষ্টাংশ তাবারানীর কেতাবে এইভাবে আসিয়াছে ;

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাইউস কাহাকে বলে? রসূলুল্লাহ (দঃ) জওয়াব দিলেন, দাইউস সেই ব্যক্তি যাহার স্ত্রীর নিকট (অথবা ভগ্নি কন্যা প্রভৃতি সহ পরিবার পরিজনের নিকট) কে প্রবেশ করে—আত্মীয় অনাত্মীয়, আপন পর—সে দিকে সে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না।" অর্থাৎ তাহার ঘরে মেয়ে ছেলেদের কাছে কে কখন আসে, কে কখন মিলামিশা করে, আলাপ আলোচনায় মশগুল হয়, হাসি ঠাট্টা মশকারী প্রভৃতি আমোদ ফূর্তিতে মত্ত হয় সেদিকে নযর দেওয়া দরকার মনে করে না—এ বিষয়ে সে কোন পরোয়া করে না।

নাসায়ী শরীফের টীকায় সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী বলেন,

(الديوث) هو الذى لاغيرة له على اهله •

'দাইউস ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার অন্তরে তাহার স্ত্রী বা পরিবারস্থ ভগ্নি কন্যা প্রভৃতির জন্য মর্যাদাবোধ নাই।"

ইমাম ইব্নে কাইয়েম উপরোক্ত হাদীস দ্বয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন,

ذكر الديوث فى هذا او ماقبله يدل على ان اصل الدين الغيرة ومن لاغيرة له لادين له •

"এই হাদীস এবং উহার পূর্বের হাদীসে দাইউসের উল্লেখ বুঝা যাইতেছে যে, দ্বীনের মূল হইতেছে গায়রত—আত্ম মর্যাদাবোধ তথা পারিবারিক সম্ভ্রমবোধ। যাহার এই মর্যাদাবোধ নাই—তাহার ধর্ম বলিতে কিছুই নাই।"

ইমাম ইব্নে কাইয়েম অতঃপর বলিতেছেন

فالغيرة تحمى القلب فتحمى له الجوارح فترفع السوء والفحشاء وعدمها يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى دفعها البتة •

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"সুতরাং গায়রত অন্তরে উষ্ণতা আনয়ন করে, উহাকে জোশাল করিয়া তুলে, উহা তাহার ইন্দ্রিয় শক্তিকে বলদৃপ্ত করে, ফলে অমঙ্গল এবং অশ্লীলতা দূরীভূত হয়। আর গায়রত অভাবে হৃদয় মুর্দা হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় শক্তি নিষ্প্রাণ হইয়া যায়; তখন উহার অন্যায় প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া যায়। সর্বশেষে তিনি বলিতেছেন ঃ

"ফলতঃ গায়রত হৃদয়ের এমন এক শক্তি যাহা রোগসমূহের মুকাবেলা করিয়া উহাদিগকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়—কিন্তু এই শক্তি যখন লুপ্ত হইয়া যায় তখন তাহার ধ্বংস আসন্ন হইয়া উঠে। [ফয়যুল কাদীর (৩) ৩২৭ পৃঃ]

আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান নারী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ তাঁহার হুসনুল উসওয়া গ্রন্থে একত্রিত করিয়া উহাতে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন, "চাচাতো, খালাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদের নিকট উক্তরূপ ভাইদের যাওয়া, দেখা সাক্ষাৎ করা ও আলাপ আলোচনা করা চলিবে না। এতদ্ব্যতীত মুমিন মুসলিম নারী অমুসলিম বেপরদা মেয়েদের সম্মুখে তাহাদের দেহের আবরণ খুলিতে পারিবে না।"

এই প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাযীঃ) এর একটি নির্দেশনামার কথাও নওয়াব সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। সাঈদ ইবনে মনসূর, বায়হকী এবং ইবনে মুনযীর স্ব স্ব গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর বিনুল খাত্তাব সিপাহসালার আবূ ওবায়দাকে এক পত্রে লিখিয়া পাঠান, "আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, মুসলিম ললনাগণ মুশরিক মেয়েদের সাথে একত্রে হাম্মামখানায় প্রবেশ করিয়া গোছল করে। তুমি এই পত্র পাওয়া মাত্র ঐ সব মুসলিম মেয়েদিগকে নিষেধ করিয়া দাও তাহারা যেন অবিলম্বে ঐরূপ একত্র গোসল বন্ধ করে। কেননা, আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী কোন মেয়ের জন্য ইহা বৈধ নয় যে, অন্য ধর্মাবলম্বী মেয়েরা তাহাদের সতর—অপ্রকাশ্য দেহাঙ্গ দর্শন করে" (৫০—৫১ পৃঃ)

হযরত ওমরের এই নির্দেশনামা কুরআন মজীদের হুকুম তামিল ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ কুরআনে মুসলিম নারীগণকে তাহাদের নিজ ধর্মাবলম্বী নারী ছাড়া অন্যের সামনে দেহের আবরণ খুলিতে নিষেধ করা হইয়াছে (সূরা নূর ঃ ৩১ আয়ত)।

মুসলিম নারীদের সামনেও অপর মুসলিম নারীকে স্বীয় সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষা করিয়া চলার শিক্ষা রসূলুল্লাহ (দঃ) দিয়া গিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উম্মতের নারী সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها •

"কোন মেয়ে মানুষ অপর মেয়ে মানুষের সহিত যেন এমনভাবে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা না করে যাহাতে একেঅপরের সৌন্দর্যের কথা তাহার স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে পারে—যাহার ফল এই হয় যে, তাহার স্বামী বর্ণিত মেয়ের সৌন্দর্য শোভা মানসপটে যেন অবলোকন করিতেছে।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যা ফয়যুল কাদীরে এই ভাবে করা হইয়াছে—

فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة وهذا الحديث اصل في سد الذرائع •

"এইরূপ বর্ণনায় তদীয় স্বামীর হৃদয় উক্ত মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং উহার ফলে একটি ফেৎনার সৃষ্টি হইতে পারে। ফেৎনার দ্বার বন্ধ করাই এই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই ধরণের ফিৎনা বা সামাজিক অশান্তি নিরসনের জন্য আল্লাহ পূর্ণ সতর্কতা স্বরূপ কতিপয় ব্যবস্থা বান্দাদের জন্য প্রদান করিয়াছেন। উহার একটি এই—

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون •

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের বাড়ী ছাড়া অপরের বাড়ীতে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত এবং ছালাম পৌঁছানোর পূর্বে প্রবেশ করিবে না। ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর যেন তোমরা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পার। (সূরা নূর: ২০ আয়ত)

পুরুষ ও নারীর মধ্যে দৃষ্টির বিনিময় এবং একে অপরের দেহ সৌন্দর্য দর্শন প্রতিরোধের জন্যই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, النظرة سهم من سهام ابليس مسمومة পুরুষের নারীর প্রতি এবং নারীর পুরুষের প্রতি (প্রণয়াসক্ত) দৃষ্টি ইবলিস তথা শয়তানের অন্যতম বিষাক্ত তীর—(হাকিম)।

তফসীরকারগণ বলিয়াছেন, হিফযে-ফারজ তথা গুপ্তস্থান সংরক্ষণ সম্পর্কে কুরআনে যত জায়গায় নির্দেশ আসিয়াছে উহার সবগুলিরই অর্থ হইল যিনা বা ব্যভিচার হইতে পবিত্র থাকা। কিন্তু সূরা নূরের ৩১ আয়তের অংশ ويحفظن فروجهن "নারীগণ নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে" এর মর্ম হইতেছে الاستتار বা পর্দা করা।—হুসনুল উস্‌ওয়াহ: ৪৮ পৃষ্ঠা।

অন্য এক হাদীসে সহীহ সনদের সহিত আসিয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

كل عين زانية والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية •

প্রত্যেক ঐ চক্ষু যাহা পর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তাহা ব্যভিচারী; এবং মেয়ে মানুষ যখন সুগন্ধী আতর মাখিয়া পুরুষের মজলিসের পার্শ্ব দিয়া গমন করে সেই মেয়েও ঐ রূপ—অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।

উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন,

وفى الباب عن ابى هريرة وهذا حديث حسن صحيح •

এই মর্মে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং আবূ মূসার এই হাদীস হাসান সহীহ। (তিরমিযী—(২) ১০২ পৃষ্ঠা) উক্ত হাদীস সুনানে আবু দাউদ এবং নাসায়ীতেও বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কুরআন পাকের এই নির্দেশবাণী প্রণিধানযোগ্য:

يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن •

"হে নবী, আপনি বলিয়া দিন আপনার স্ত্রীদিগকে, কন্যাদিগকে এবং ঈমানদারগণের মহিলাদিগকে তাহারা যেন আপন চাদরগুলিকে (মাথা হইতে) নিম্নদিকে ঝুলাইয়া দেয় [সূরা আহযাব: ৫৯ আয়াত]। কিন্তু কুরআনের নির্দেশ মত চাদর নিম্নে ঝুলাইয়া চলা তো দূরের কথা, নামকে ওয়াস্তে আজিকার যে চাদর গলায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে দেহের নগ্ন সৌন্দর্যই ফুটিয়া বাহির হয়। আজকাল উচ্চপদস্থ লোকদের লেখাপড়া জানা মেয়েরা গৃহে থাকিতে নারায, তাহারা বাহিরের কাজে অথবা কাজের বাহানায় অকাজে যখন তখন ঘরের বাহির হয় ও নিজেদের দেহের নগ্ন সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করিয়া বেড়ায় অথচ তাহাদের স্বামী বা অভিভাবক ইহাতে আপত্তি করে না বরং অনেক স্থলে উৎসাহই দিয়া থাকে। এই সব স্বামী এবং অভিভাবকগণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপরে উল্লেখিত হাদীসের মর্মানুসারে দাইউসের পর্যায়ে পড়ে কিনা তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণই বিচার করিয়া বলিতে পারেন।

মেয়েদের ইয্‌যত, সম্ভ্রম এবং চরিত্র রক্ষার জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন এবং কঠোর ব্যবস্থার বিধান জারী করিয়াছিলেন উহার কয়েকটি নমুনা নিম্নে পেশ করিতেছি।

ফাতিমা বিনতে কয়েস তদীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হন। তাহার ইদ্দত পালনের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে প্রথমে উম্মে শরীক নাম্নী এক ধনবতী ও দানশীলা মেয়ের নিকট অবস্থান করার আদেশ দেন। কিন্তু পরে বলেন,

تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدى عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى •

"উম্মে শরীক মেয়েটির বাড়ীতে আমার সাহাবীগণ যাতায়াত করিয়া থাকে (কারণ অনেক অনেক সময়েই তিনি সাহাবীগণকে দাওয়াত করিতেন) অতএব তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়ীতে অবস্থান কর; কারণ সে (ইবনে উম্মে মাকতূম) একজন অন্ধ ব্যক্তি। [সহীহ মুসলিম]

ইহাও ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার এবং নির্দিষ্ট নারীর জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। আসলে অন্ধ ব্যক্তিগণ হইতেও নারীগণকে পরদা করিতে বলা হইয়াছে। উহার বিশুদ্ধ প্রমাণ এই যে, একদা ঐ ইবনে উম্মে মাকতূম হুজুর (দঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) তদীয় বিবি হযরত উম্মে সলমা ও ময়মুনাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, احتجبا منه তোমরা উহা হইতে নিজেদেরকে পরদায় আবৃত কর। ইহাতে হযরত উম্মে সলমা আরয করিলেন,

يارسول الله اليس هو اعمى لا يبصر

হে আল্লার রসূল! ঐ ব্যক্তি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখিতে পাইবে না। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন,

افعميان انتما، الستما تبصرانه

তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাহাকে দেখিতে পাইবে না?

অন্ধ নিজে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু চক্ষুষ্মান স্ত্রীলোকেরা অন্ধকে দেখিতে পায়, আর সেই জন্যই এই সতর্কতা।

আল্লাহ পাক পরদা সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বর্ণনায় লিখিয়াছেন:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا •

"আল্লাহ ও তদীয় রসূল কোন বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সলা করিয়া দেওয়ার পর সে সম্পর্কে মোমেন পুরুষ ও মোমেনা নারীর মতান্তর করার কোনই অধিকার থাকে না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লার ও তাঁহার রসূলের নাফরমানী করিল সে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া গেল।"

আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের হুকুম অমান্য করার জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। কিন্তু অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও রহিয়াছে। অধীনস্থ লোকদের কৃত অপকর্মের জন্য তাহাদিগকেও জওয়াবদীহি করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া স্বামীকে তাহার স্ত্রীর, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহাদের অধীনস্থ কন্যা ও ভগ্নিদের অশালীনতা, পর পুরুষের সহিত অবাধ মেলামেশা এবং গৃহের পবিত্রতা ও গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া আত্ম সম্মানবোধ তথা গায়রত পয়মাল করিয়া দেওয়ার অপরাধ শরীঅতের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক অপরাধ। যে পুরুষ স্বীয় অধীনস্থ নারীর উক্তরূপ অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় সে নিশ্চিতরূপে দাইউস এবং দাইউস সম্পর্কিত হাদীসের কঠোর বিধান উপরে উধৃত হইয়াছে।

আল্লাহ সকল মুমেন মুসলমানকে ইহা হইতে হেফাযত করুন—আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

সমাজ দেহে বিষফোড়া

মানুষের দেহে মাঝে মাঝে বিষফোড়া দেখা দেয়। উহা অত্যন্ত কষ্ট দেয়, প্রথমে আক্রান্ত স্থান আরক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে, অতঃপর পানিপূর্ণ ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়, ভিতরে পুঁজ জমিয়া প্রচণ্ড জালার সৃষ্টি করে, হুলবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। চিকিৎসকগণ কোন কোন সময় উহা দাবাইয়া দেন। কিছু দিন পর একই স্থানে অথবা অন্য স্থানে উহার পুনর্প্রকাশ ঘটে। কখনও কখনও উহা পাকাইয়া ফাটাইয়া দেওয়া হয়, তখন উহা হইতে পুঁজ বাহির হইয়া আসে, ফলে রোগী অনেকটা আরামবোধ করে। কখনও বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়, রোগী দীর্ঘদিন উহাতে ভুগিতে থাকে। কখনও কখনও অসাবধানতায় সেপটিক হইয়া রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে। ধামা চাপা দিয়া রোগ নির্মূল করা কস্মিনকালে সম্ভব নয়।

রোগের মূল কারণ দূরীভূত না করিলে দুর্ভোগের কবল হইতে নিস্তার নাই। তাই সুচিকিৎসকগণ রোগের নিদানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহাই দূর করার চেষ্টা করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র মতে ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস নামক এক প্রকার বিষ এই রোগের মুখ্য কারণ। এই বিষ নানা অখাদ্য কুখাদ্যের ভিতর দিয়া অথবা অন্য উপায়ে মানবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রক্তকে সংক্রামিত করে। সেই বিষাক্ত রক্ত অবশেষে ফোড়ার আকারে দেহের অঙ্গবিশেষে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে শিরায় উপশিরায় বিষমিশ্রিত রক্তের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে।

মানব দেহের এই বিষফোড়ার ন্যায় সমাজ দেহেও মাঝে মাঝে মারাত্মক বিষফোড়া দেখা দেয়। আমাদের সমাজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে এই বিষফোড়ার আক্রমণ ইদানিং ঘন ঘনই পরিদৃষ্ট হইতেছে। সমাজ দেহের সর্বাধিক তেজবান ও সম্ভাবনাময় অঙ্গ—ছাত্র মহলে এই বিষফোড়া এক সংক্রামক রোগের আকারে দেখা দিয়াছে। উহার সর্বশেষ মারাত্মক প্রকাশ ঘটিয়াছে প্রদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে কতিপয় ছাত্র অপর একদল তথাকথিত ছাত্র কর্তৃক মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। ছুরিকাহতদের মধ্যে অন্যতম—জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দফতর সম্পাদক সাঈদুর রহমান হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।

শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে এই নির্দয় অবাঞ্ছনীয় রক্তপাতে কেহ কেহ প্রতিবাদ মুখর, আবার কেহ কেহ রহস্যজনক ভাবে নীরব। সরকার এই উচ্ছৃঙ্খলতায় ব্যথিত, ভবিষ্যতে উহা বরদাশত করিতে অপ্রস্তুত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিদানে বদ্ধপরিকর। আমাদের পত্রপত্রিকা ও বিবৃতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ খয়রাত, কিঞ্চিৎ তিরস্কার উচ্চারণ এবং ছাত্র নামধারী উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের দৌরাত্মের মুকাবেলায় কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্বের জন্য হায় হাতম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশ করিয়াই তাঁহাদের ইতিকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ অবশ্য এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে একটা সমস্যারূপে অবলোকন করিয়া উহার সমাধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এমন কি যে বিষ ছাত্র সমাজকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করার আহ্বানও জানাইয়াছেন।

বিষ নির্মূলের উপায় কি?

ছাত্র মহলে এবং বৃহত্তর সমাজ দেহে যে বিষ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র জাতির আদর্শিক অস্তিত্বকে বিপন্ন ও উহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবাইয়া তুলিয়াছে, উহার প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা গঠন এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে বিষ বিদূরিত করা কস্মিনকালে সম্ভব হইবে না। রোগ অত্যন্ত ব্যাপক, উহার বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে ছাত্র সহ সমাজ দেহের প্রতিটি অঙ্গে, উহা সংক্রামিত হইয়াছে প্রতি অঙ্গের প্রতি তন্তুতে, রক্তের প্রতিটি লাল ও শ্বেত কণিকায়।

ফলে আক্রান্ত সমাজের রুচি ও ধ্যান ধারণায় বিকৃতি দেখা দিয়াছে, সমাজ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, ন্যায় নীতি হারাইয়া বসিয়াছে, জীবনের মূল্যবোধ ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেদের আদর্শিক সত্বা বিকাইয়া দিয়া, জাতীয় ঐতিহ্য ও ব্যক্তি জীবনের পরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ইহারা হালবিহীন নৌকার ন্যায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গে পারিপার্শ্বিক হাওয়া ও স্রোতের মুখে নিজেদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে পাশ্চাত্যের সেই আদর্শচ্যুত দিশাহারা উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ন্যায়—যাহাদের আদর্শহীনতা ন্যায়নীতি-বিচ্যুতি এবং বিপরীত ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বে দিশাহারা অবস্থা ও উহার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে হুশিয়ারবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন Professor Sorokin তাঁহার চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ The crises of our Age গ্রন্থে এবং Joad সাহেব তাঁহার Guide to Modern Wickedness গ্রন্থে এবং আরও অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ—তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে। ঐ পথভ্রষ্ট ও দিশাহারা পাশ্চাত্যের নির্বিচার অনুকরণের প্রতি মুসলিম জাতিসমূহের অন্ধ মোহকে লক্ষ্য করিয়া আল্লামা ইকবাল প্রশ্ন তুলিয়াছেন :

زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیونکر
وہ فرنگی مدنیت کہ جو ہے خود لب گور

"ঈরান আরব প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রকে কি করিয়া সেই পাশ্চাত্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি নবজীবন দিতে পারে যাহা নিজেই কবরের যাত্রী?"

আমাদের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং সীমালঙ্ঘন প্রবণতা দূর করিতে হইলে শুধু উপদেশ, আবেদন-নিবেদন, ধমকি অথবা শুধু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা কোনই ফল লাভ হইবে না। ইহার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের চিন্তার মোড় লণ্ডন ওয়াশিংটন ও মস্কো-পিকিং হইতে ঘুরাইয়া ১৪ শত বৎসর পূর্বে আল্লার দেওয়া আদর্শ বিধান ও ক্রটীশূন্য মূল্যবোধের ধারক ও বাহক মক্কী মদনী মুহাম্মদ (সঃ) এর দিকে ফিরাইয়া লইতে হইবে। শিক্ষার সর্ব নিম্নস্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত—পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্র মহল এবং বৃহত্তর সমাজ দেহ হইতে, বিষ নির্মূল করার অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের কর্তৃপক্ষ ও নেতৃবৃন্দ যত শীঘ্র এই সত্য উপলব্ধি করিবেন ততই মঙ্গল।

[মুহাম্মদ আবদুর রহমান]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে: হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ—মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজ্জাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থানঃ আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org